CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-127 ■ 13 February, 2025 ■ আগরতলা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৩০ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিভেদের চক্রান্তকারীদের কড়া হুশিয়ারি

রাজ্যে উগ্রপন্থা ছড়াতে মদত বরদাস্ত করা হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে নতুন করে উগ্রপন্থা ছড়াতে মদত দিলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি জানি কেউ কেউ চেষ্টা করছে যে ত্রিপুরাতে কিভাবে আবার উগ্রপন্থা তৈরি করা যায়। তাই আমি তাদের হুশিয়ারি দিয়ে বলছি যে এবার কিন্তু ছাড় দেওয়া হবে না কেউ যদি উগ্রপন্থী সৃষ্টির চেষ্টা করে। আমাদের কাছে এসমস্ত সব খবর আছে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। অনেক কষ্টে রাজ্যে একটা শান্তির পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আমরা চাই রাজ্যের সমস্ত স্তরে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন করার। কমিউনিস্টদের সময়ে ত্রিপুরায় অরাজক পরিস্থিতি কায়েম ছিল। আমরা চাই একটা সুস্থ পরিবেশ ত্রিপুরায় তৈরি করতে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা এখন একটা বেস্ট পারফর্মার স্টেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও বিশেষ অগ্রাধিকার

দিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মোটরস্ট্যান্ড কমপ্লেক্সে পাঁচটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

শিলান্যাস হওয়া নতুন প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে --- জিরানিয়া মোটরস্ট্যান্ড, জোলাইবাড়ি মোটরস্ট্যান্ড, মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ড, জেলা পরিবহন অফিস, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই জেলা এবং জেলা পরিবহন অফিস, শান্তিরবাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা। এছাড়া ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হয় খোয়াই জেলার পুরান বাজারস্থিত ইন্টিগ্রেটেড পার্কিং কমপ্লেক্স। পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা সর্বমোট ৪০.৫৮ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, আজকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন পরিবহণ দপ্তরের ইতিহাসে তো বটেই, রাজ্যের ইতিহাসেও এক নতুন পালক যুক্ত করেছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি শুরু করেছেন তিনি। এর মাধ্যমে যেভাবে উত্তর পূর্বের উন্নয়ন হচ্ছে সেটা আগে কোনদিন দেখা যায় নি। সেই লক্ষ্যে বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে ত্রিপুরাও। বর্তমানে পরিবহন দপ্তর যে ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে তাতে যানবাহন মালিক, চালক ও যাত্রীদের সুবিধা হবে। আগে কিন্তু এমন কোন চিন্তাভাবনা করে নি তারা। কমিউনিস্ট শাসনে শুধু কথায় কথায় জিন্দাবাদ চলেছে। কেন্দ্র দেয় না ইত্যাদি কথা শুনতে হতো তখন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন কাজের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট যুবসমাজের জন্য আশাব্যাঞ্জক ঃ সর্বানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গরিব, যুবক, অন্নদাতা ও নারীশক্তিকে স্বশক্তিকরণের বাজেট পেশ করা হয়েছে। তাতে আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থব্যবস্থা হবে ভারতবর্ষের। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোওয়াল। সাথে তিনি যোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে মধ্যমবর্গের জন্য ১২ লক্ষ আয় পর্যন্ত আয়কর শূন্য করা হয়েছে যার ফলে লাভবান হবেন দেশের ৫.৬৫ কোটি লোক।

এদিন তিনি সংসদে পেশ হওয়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের ঢালাও প্রশংসা করলেন রাজ্য সফররতঃ কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোওয়াল। তাঁর কথায়, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্যও রয়েছে বিশেষ স্বস্তি। কারণ সুদের উপর টিডিএস ছাড়ের সীমা ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ করা হয়েছে। এই বাজেট যুবসমাজের জন্য আশাব্যাঞ্জক। কারণ, স্কুলগুলিতে ব্রডব্যান্ড সুবিধা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষার প্রসার এবং নতুন মেডিক্যাল আসন তৈরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এবছরের বাজেট সুপরিকল্পিত। বিনিয়োগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দায়িত্বে অবহেলা, সুরদু করকরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের একদিনের বেতন কাটলেন অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। দায়িত্বে অবহেলার জন্য ১জন বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ ২২ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য, সুরদু করকরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষকের একদিনের বেতন কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে ওই আদেশ দিয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা।

প্রসঙ্গত, আবারও পুরো টিম নিয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে বের হলেন মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তা এন. সি. শর্মা। আজ সাত সকালে খোয়াই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিদর্শন চালালেন অধিকর্তা সহ যুগ্ম অধিকর্তা হর্ষিতা বিশ্বাস, উপ অধিকর্তা রুদ্রদীপ নাথ এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। সকাল থেকেই একযোগে মুঙ্গিয়াকামি, তেলিয়ামুড়া ও খোয়াইয়ের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শনে যান এই প্রতিনিধিদল।

এর আগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিদ্যালয়গুলোতে পরিদর্শন শেষে অধিকর্তা জানিয়েছিলেন যে এই আকস্মিক পরিদর্শন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালু থাকবে। আজকের এই পরিদর্শন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একই রাতে শান্তিরবাজারে দুটি বিদ্যালয়ে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার গভীর রাতে শান্তির বাজার মডেল বালিকা বিদ্যালয় এবং শান্তির বাজার বয়েজ হাই সেকেন্ডারি স্কুলে চোরেরা হাত সাফাই করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, শান্তিবাজারে একই রাতে দুটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যালয়ে এসে তালা ভাঙ্গা দেখে শান্তির বাজার থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

পুলিশ স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে মিলে তল্লাশি করে দেখে, কম্পিউটার ও ল্যাপটপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও চোরেরা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে ফরম পূরণের জন্য সংগ্রহ করা প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং চোরদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সাইকেল নিয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে বাপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১২ ডিসেম্বর।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার একটি বার্তার পাশাপাশি, মনোবিজ্ঞানকে প্রাথমিকস্তরে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্বশান্তি সুরক্ষিত করার আহ্বান রেখে বিশ্বের বাঙালি সাইক্লিস্ট বাপি দেবনাথ আজ সাব্রুম থেকে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

বিশ্বের প্রথম বাঙালি সাইক্লিস্ট বাপি দেবনাথ আজ সাব্রুম শহরের ৮ সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়কের শেষ প্রান্ত সাব্রুম শহরের নেতাজি চৌমুহনী থেকে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে সাব্রুমের মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, মহকুমা পুলিশ অফিসার নিত্যানন্দ সরকার, সাব্রুম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে ১.৮ কোটি টাকার পাচার সামগ্রী আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ফের সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার বাণিজ্য রুখতে সমর্থ হয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা সীমান্তের অধীনে অ-প্রাণঘাতী কৌশল গ্রহণ করে বিএসএফ সৈন্যরা অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা সফলভাবে ব্যর্থ করেছে। এবারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অধীনে শ্রীনগর থানা পুলিশের সাথে যৌথ অভিযানে, বিএসএফ সৈন্যরা ১.৮ কোটি টাকা মূল্যের সানগ্লাস, বার্মিজ সিগারেট জব্দ করেছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অন্যান্য অভিযানে গাঁজা, কোডিনভিত্তিক সিরাপ এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ পণ্যও জব্দ করা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী সীমান্তে নজরদারি বজায় রাখতে এবং ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছে।

৪.৮৫ কোটির গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং কাস্টমস বিভাগ দুটি পৃথক অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। আসাম রাইফেলসের যৌথ অভিযানে ৩৫১ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, আজ ভোরে ১০৮৯ কেজি গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।

এদিন বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মানিক্যনগরে বিপুল পরিমাণ গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ১০৮৯ কেজি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩.২৭ কোটি টাকা হবে। তাছাড়া, ১.৫৮ কোটি টাকার মূল্যের ৩৫১ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সাত সকালে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সাত সকালে রাস্তার পাশে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় করবুক ব্লকে অধীনে নিউ গোমতী ভিলেজের গৌয়িনং পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, স্বামীকে খুন করা হয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে করবুক ব্লকে অধীনে নিউ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ত্রিমুখী যান সংঘর্ষ, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মূল ফটকের সামনে বুধবার দুপুরে ত্রিমুখী যানের সংঘর্ষে ২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে একজনকে আগরতলা হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ঠট্টা০৭ক্ক৬২১২ নম্বরের একটি পালসার বাইক নিয়ে চালক শহিদুল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরনো ঐতিহ্য ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

খাওরাবিলের চৌদ্দ দেবতা মন্দিরের উৎসব ঘিরে অগনিত পুন্যার্থীর সমাগত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি খাওরাবিলের চৌদ্দ দেবতা মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয় চৌদ্দ দেবতা মেলা। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে এই মেলা। আজ কৈলাসহর মহকুমার খাওরাবিল পঞ্চায়েতে চৌদ্দ দেবতা মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়।

মেলার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, এই মেলার ঐতিহ্য অনেক পুরোনো। মেলা উপলক্ষ্যে অগণিত পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এখানে। এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় মেলাকে কেন্দ্র করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, খাওরাবিলে চৌদ্দ দেবতা মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার এই মেলা আয়োজনে সব রকম সহযোগিতা করে। এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আগামীদিনে এই অঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ভক্তদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেব রায়, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল দেব, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্পা দাস পাল, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ বদরুজ্জামান, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেলা কমিটির সভাপতি নলিনী কুমার পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন তথা মেলা কমিটির সদস্য নীতিশ দে। খাওরাবিলে চৌদ্দ দেবতা মেলা উপলক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
৩০ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

চিনের অর্থনীতি তলানিতে

কমছে চিনের জনসংখ্যা। ফলে মাথায় হাত দিয়া এবার বসিয়া পড়িয়াছে চিনা সরকার। সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়াছে চিনে বিবাহ কমিয়াছে ২০.৪ শতাংশ। এই সমীক্ষা করা হইয়াছে ২০২৪ সালের হিসাব অনুসারে। ১৯৮৬ সাল থেকে চিনের জনসংখ্যার হিসাব সামনে নিয়া আসিয়া এই খতিয়ান তুলিয়া ধরিয়াছে চিনা সরকার। বিষয়টি নিয়া এবার বিরাট চিন্তায় চিনা সরকার। ২০২৪ সালে চিনে ৬.১ মিলিয়ন মানুষ বিয়ের জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়াছেন। এটি ২০২৩ সালে ছিল ৭.৭ মিলিয়ন। ফলে বিশ্বের জনসংখ্যার নিরিখে সবথেকে বিশাল থাকে এই দেশটির জনসংখ্যা ঘাটতির দিকে চলিয়াছে। যেভাবে এখানে বিয়ের প্রতি সকলের আগ্রহ কমিয়াছে তাহা জানিতে অশনি সঙ্কেত দেখিছে চিনা সরকার।চিনে বিয়ের উপর নির্ভর করিয়া সেখানকার অর্থনীতির একটি বিশেষ দিক। প্রতিটি বয়সের মানুষ চিনে কীভাবে নিজের কাজ করে সেদিকে নজর রাখিতেই চিনে এই জনসংখ্যার দিকটি দেখা হয়। সেদেশে বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে বয়সের হার রহিয়াছে ১৬ থেকে ৫৯ পর্যন্ত। চিনে ২২ শতাংশ মানুষের বয়স ৬০ বছরের বেশি রহিয়াছে। তাই আগামীদিনে কাজের দিকেও চিনের জনসংখ্যা অনেক বেশি প্রভাবশালী হইবে। জনসংখ্যার দিক থেকে দেখিতে হইলে চিন প্রতি বছরেই পিছাইয়া পড়িয়াছে। চিনা সরকার জানিয়েছেন যদি এই ধারা চলতে থাকে তাহলে তারা আগামীদিনে বিরাট সমস্যার সামনে পড়বেন। এখানেই শেষ। সকলকে অবাক করে দেখা গিয়েছে চিনে প্রতি বছর বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ২০২৪ সালে চিনে ২.৬ মিলিয়ন দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ২০২৩ সালের তুলনায় এটি ছিল ২৮ হাজার বেশি। এতদিন ধরে চিনে ৩০ দিনের ছাড় থাকে প্রতিটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার ক্ষেত্রে। তারপর দুপক্ষেই যদি রাজী থাকে তাহলে সেখানে তারা আলাদা হয়ে যেতে পারেন। তবে এবার থেকে এই সময়সীমা আরও বাড়িতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। এবিষয়ে আরও পদক্ষেপ নিতে চলিয়াছে চিনা সরকার।

হেথায় দাঁড়ায়ে, এই ভারতের মহামানবের মহাকুম্ভে

অশোক সেনগুপ্ত(প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ থেকে)

প্রয়াগরাজ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বয়স্ক অশক্ত ঠাকুমার হাত ধরে সতর্কভাবে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছেন বিটু শাহ। নেপালের চিতওয়ান মেডিক্যাল কলেজের চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়া। নমস্কার করে বললাম, "মন ভালো করে দেওয়া ছবি। ঈশ্বর মঙ্গল করুন"। স্মিতভাষ্যে সপ্রতিভ বিটুর চটজলদি জবাব" ইট ইজ মাই রেসপনসিবিলিটি"।

আবার, লাঠি হাতের দৃষ্টিহীন স্বামী দুর্গাপ্রসাদকে নিয়ে স্নান করে ফিরছেন সীমা সোয়াইঁ। নমস্কার জানাতেই সীমার প্রতি নমস্কার। এসেছেন ওড়িশা থেকে। প্রশ্নের জবাবে সীমা জানালেন, তিনি পুরী জেলার কাঁসাই ব্লকের মেডিক্যাল অফিসার। অনুরোধ করলেন, তাঁর সচিত্র খবর কোথাও প্রকাশিত হলে সেটি পেতে আগ্রহী।

বিটু, সীমার মতই উদ্দীপনা নিয়ে মহাকুম্ভে এসেছেন ঝাড়খণ্ডের গিরিডি থেকে এক পরিবারের ছ'জন। সঙ্গে গাড়ির চালক। পুণ্যস্নানের পর অনেকের মতো কপালে নিয়েছেন রামনাম, পবিত্র তিলক। আক্ষরিক অর্থেই যেন মহাকুম্ভে জেগে উঠেছে 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'।

বুধবার আলো ফোটার আগে পুণ্যার্থীরা দলে দলে চলেছেন সঙ্গম-স্নানে। কেউ চলেছেন জোড়ায় জোড়ায়। কেউ সপরিবারে। কেউ বা গাঁয়ের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। প্রকৃতই যেন "হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে"।

আর পাঁচটা বড় ধর্মীয় মেলার মত মহাকুম্ভেও হারিয়ে যেতে নেই মানা। সতর্কতার জন্য "উচ্ছল জলধি তরঙ্গে" কোনও দল একটি রজ্জু ধরে চলেছে। গঙ্গাসাগর মেলাতেও কিছুটা ছোট পরিসরে সেই দৃশ্য চোখে পড়ে। মহাকুম্ভে কখনও বা সেই রজ্জু দলের সদস্যদের বেড় দিয়ে ঘেরা। কখনও দলনেতার হাতে বহুবর্ণের, বহু চিহ্নের পতাকা। সেই পতাকা কখনও গেরুয়া ত্রিকোণ, চতুষ্কোনের, কখনও লাল ত্রিকোণে ধ্যানমগ্ন শিব, কখনও বা নিছকই জাতীয় পতাকা। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা একদল মহিলা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছেন সামনের সতীর্থের শাড়ির আঁচল ধরে।

এর মধ্যেও দলছুট হয়ে যাচ্ছে ৮ থেকে ৮০ নানা বয়সের মানুষজন। মেলাপ্রাঙ্গণে ২৫৪ নম্বর নজরমিনারে পুলিশদিদির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাফপ্যান্ট পড়া বিল্লু। শঙ্কিত চোখে ওপর থেকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত খোঁজ মিলল ওর বাড়ির লোকেদের। এই প্রতিবেদক মুঠোফোনে ধরে রাখলেন বিল্লুর সঙ্গে ওর মা, দাদু-দিদার ছবি।

"বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা" কত অঞ্চলের কত মানুষ। বেলা সাড়ে দশটায় নজরমিনারের সামনে চিন্তিতমুখে বসে অনিতা কুমারী (বিকাশ)। প্রায় শেষ রাত থেকে দলছুট হয়ে গেছেন মা-বোনের কাছ থেকে। ওঁরা এসেছেন ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ থেকে। অনিতা চারহি গ্রামের একটি শিক্ষায়তনের 'মাদার টিচার', বি এড পড়ছেন। এই প্রতিবেদককে বললেন, "আমার পার্সটাও হারিয়ে গিয়েছে। সমবেদনা জানালে বললেন, "না, টাকা ছিল না। দুটো ব্যাঙ্ক-কার্ড, আইডি প্রুফ ছিল।"

প্রয়াগের সঙ্গমচত্বরে হঠাৎ হইচই, চেঁচামেচি। ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এক ক্রন্দনরত মহিলা 'পরিস্থিতি নাটকীয়' করে তুলতে হাতের পলিপ্যাকের মুড়ি, পয়সা সব মাটিতে ছড়িয়ে সামনের পুলিশদলের কাছে হাত জোর করে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করছেন। বলছেন, দেখুন, আমার ব্যাগে কিচ্ছু চোরাই জিনিস নেই। পুলিশদলের দাবি, এরকম কিছু দাগি ছিনতাইবাজ বা কেপমার রয়েছে মেলাচত্বরে। অপকর্মের সঙ্গে সঙ্গে জিনিস সরিয়ে দেয় অন্যত্র। ইতিমধ্যে গলার হার ছিনতাই হওয়া এক মহিলা এসে এই 'ছিনতাইবাজকে' শনাক্ত করেন। জোর করে অভিযুক্তকে হাজতে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ।

সব মিলিয়ে অন্য রং, অন্য ছবি, অন্য প্রাণ প্রয়াগের মহাকুম্ভে মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যপ্রভাতে। মনে জেগে ওঠে, "হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে--"।

গুরু রবিদাস জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতির, শুভকামনা ধনখড় ও মোদীর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার এক্স বার্তায় রাষ্ট্রপতি এক বার্তায় জানান, রবিদাস মানব সেবাকে নিজের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম তথা জাতিগত ভেদাভেদ দূর করার জন্য কাজ করেছেন। তিনি গুরু রবিদাসজীর শিক্ষা অনুসরণ করে উন্নত দেশ গঠনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভ কামনা জানান। এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, মহান সন্ত কবি ও সমাজ সংস্কারক গুরু রবিদাসজী জাতিগত ভেদাভেদহীন সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তাঁর আদর্শ আমাদের সামাজিক একতা ও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশ গঠনে প্রেরণা জোগায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ত গুরু রবিদাসজীর জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, সেবা, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনা নিয়ে তাঁর বার্তা সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শ্রেনীর জনগণের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, সন্ত রবিদাস জয়ন্তী বুধবার, সদগুরু রবিদাস ভারতের একজন মহান সন্ত, কবি, সমাজ সংস্কারক ও ঈশ্বরের অনুগামী ছিলেন।

ভারতে ই-কমার্সের ভবিষ্যত ভাবনা

শোভনলাল চক্রবর্তী

দেশে ই-কমার্সের ক্ষেত্রে তবে কি হাওয়া উল্টো দিকে বইছে? ভারতের নেট বাজারে এক নামী বহুজাতিক সংস্থার একশো কোটি ডলার লগ্নির পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের সুরে যেন তেমনই ইঙ্গিত মিলল। দেশে কর্মসংস্থান এবং ক্রেতা কল্যাণের উপরে ই-কমার্সের প্রভাব নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশের সূত্রে বাণিজ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সংস্থাগুলির বিপুল ছাড় দিয়ে কম দামে ক্রেতা টানার নীতির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কয়েক কোটি খুচরো বিক্রেতা। তা ছাড়া, এই ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ দেশে সামাজিক সমস্যাও তৈরি করছে। তাই সামগ্রিক ভাবে দেশে ই- কমার্সের ভূমিকা খতিয়ে দেখার দাবি তোলেন তিনি। যদিও পরে নিজের বক্তব্য শুধরে বাণিজ্যমন্ত্রীর দাবি, সরকার ই- কমার্সের বিরুদ্ধে নয়, শুধু বাজারের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থা তথা গ্রাহকদের সুযোগসুবিধার বিষয়ে চিন্তিত। নর তবে, মন্ত্রীর এ-হেন বক্তব্য উস্কে দিয়েছে ভারতের বাজারে ই-কমার্সের প্রভাব কী হতে পারে, সেই সংক্রান্ত দেড় দশকেরও পুরনো বিতর্ককে।

বিগত দেড় দশকে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে একাধিক অনলাইন খুচরো পণ্য সংস্থা ভারতের বাজারে জাঁকিয়ে বসেছে। আজ - ইন্টারনেট ব্যবহার, স্মার্টফোন এবং ডিজিটাল লেনদেনের হাত ধরে জোয়ার। এসেছে অনলাইন ব্যবসায়, বিশেষত অতিমারিকালে। গ্রাহকের বিবিধ পছন্দ এল আজ পূরণ করছে ই-কমার্স। ই-কমার্সের এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার কারণ মূলত ক্রেতার সুবিধা, পণ্য একত্রীকরণের দক্ষতা এবং বিস্তর ছাড়ের মতো বৈশিষ্ট্য। বিস্তৃত সংযোগব্যবস্থা এবং পণ্য বণ্টনের সামর্থ্যের কারণে মফসসল এবং গ্রামের ক্রেতারাও এখন বড় শহরের গ্রাহকদের মতো একই কে পণ্যের নাগাল পাচ্ছেন। অন্য দিকে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সংস্থাও আজ তাদের পণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে। লক্ষণীয়, এক সমীক্ষা অনুসারে, ২০২২ সালে দেশের মোট খুচরো ব্যবসার আনুমানিক আট শতাংশ হল ই-কমার্সের অংশ, যা চিন (৪৪ শতাংশ) এবং আমেরিকা (১৮ শতাংশ)-র তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। এবং এই ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নতি হলেও ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৩০ শতাংশ বা মোট খুচরো ব্যবসার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। ফলে চিরাচরিত মুদির দোকানের ব্যবসা অপূরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে আশঙ্কা বাণিজ্যমন্ত্রী করেছেন, অনেকাংশেই অমূলক তা ছাড়া, সমীক্ষার সূত্রে জানা গিয়েছে অনলাইন ব্যবসার ফলে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে রয়েছেন মেয়েরা। ফলে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ই-কমার্স ক্ষতিকারক, এ কথা বলা অর্থহীন। বিপজ্জনকও বটে। আন্তর্জাতিক পুঁজি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়ার বিপদ ভারত জানে।ইঙ্গিত স্পষ্ট- আগামী দিনে দেশের বাজারে বাড়তে চলেছে ই-কমার্সের প্রভাব। আরও গ্রাহক এবং বাণিজ্য সংস্থা এই প্ল্যাটফর্মে যোগ দেবে। ফলে সরকারের উচিত এই ক্ষেত্রের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি না করে বরং নজর রাখা যাতে কোনও সংস্থাই এখানে অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে না পারে। অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে যা খুবই জরুরি। বাজারে যাতে সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহ বজায় থাকে, প্রয়োজনে নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সেটাই নিশ্চিত করুক তারা। আগামী পাঁচ বছর ভারতে কুইক কমার্স (বা, চলতি ভাষায় কিউ-কমার্স) ক্ষেত্রটির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। একটি বহুজাতিক সংস্থার গবেষণায় উঠে আসা এই তথ্যটিকে যদি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের মতো কেউ সাবেক মুদিখানা তথা "ভারতীয় সংস্কৃতি"র বিপন্নতার সূচক বলে মনে করেন, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, বার্ষিক ৭০ শতাংশ হারে বেড়ে পাঁচ বছর পরে এই ক্ষেত্রটি ভারতের খুচরো বিপণনের বাজারের পাঁচ শতাংশ দখল করবে। কারণ, এই মুহূর্তে ক্ষেত্রটির দখলে আছে মোট খুচরো বাজারের মাত্র ০.২ শতাংশ। এ তথ্যটিকে অবশ্য দু'ভাবে দেখা যায়- কেউ বলতে পারেন যে, "মাত্র দশ মিনিট"-এ বাড়িতে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার এই বাণিজ্যিক মডেলটি এখনও ভারতীয় বাজারে দাঁত ফোটাতেই পারেনি; কেউ আবার বলতে পারেন, এই ক্ষেত্রটির হাত ধরে 'মুদিখানায় কর্মসংস্থান' নামক পেশাটি সংগঠিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য অবশ্য রাজনৈতিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হবে।

এই মডেলে কর্মসংস্থানের চরিত্রে লিঙ্গবৈষম্যও তুলনায় কম হওয়ারই কথা পাড়ার মুদিখানায় সহজে মহিলা-কর্মীর দেখা মেলে কি? অতএব, কিউ- কমার্সের উদ্ধাগতিতে উত্থানকে সন্দেহের চোখে দেখার কারণ নেই। অর্থনীতিও নদীর মতো, তার বেগ আটকানো কঠিন। বরং ভাবা প্রয়োজন, এই প্রবাহকে সমাজের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক ভাবে কোন পথে ব্যবহার করা সম্ভব।কিউ -কমার্সের ব্যবসায়িক মডেল দাঁড়িয়ে আছে "ডার্ক স্টোর" নামক একটি ধারণাকে কেন্দ্র করে। প্রতি দুই থেকে তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধের কেন্দ্রে রয়েছে এক-একটি ডার্ক স্টোর, যেখানে মজুত থাকে সব ধরনের পণ্য ওই দু'তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধ থেকে যত অর্ডার আসে, তা পূরণ করা হয় সেই ডার্ক স্টোর থেকে। সে কারণেই অর্ডার দেওয়ার পর অতি অল্প সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। অন্য দিকে, ডার্ক স্টোরের জন্য এমন লোকালয় প্রয়োজন, যার দু'তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থেকেই যথেষ্ট অর্ডার আসতে পারে একটি ন্যূনতম পরিমাণ অর্ডার না এলে ডার্ক স্টোর তৈরি করা লাভজনক হয় না। সে কারণেই এখনও কিউ-কমার্সের ব্যবসা মূলত বড় শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই শহরগুলিতে এখনও যত চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে, তা কিউ কমার্সের আগামী কয়েক বছরের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু, সংস্থাগুলিও জানে যে, সেই বৃদ্ধির একটি সীমা রয়েছে তাকে অতিক্রম করতে হলে বড় শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছতে হবে মাঝারি ও ছোট শহরে। সে পরিকল্পনা নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু তা রূপায়ণের জন্য সেই শহরাঞ্চল গুলিতে ক্রয়ক্ষমতার সার্বিক বৃদ্ধি প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন সুষম আর্থিক বৃদ্ধি। এই দিক থেকে দেখলে, কিউ-কমার্সের বৃদ্ধি এবং বিস্তৃতি ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সুষম বৃদ্ধির একটি মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হতে পারে। ব্যক্তি-স্তরে অসাম্য হ্রাসের হিসাব তাতে না মিললেও আঞ্চলিক অসাম্যের একটা আন্দাজ পাওয়া সম্ভব হবে।আজ থেকে দেড়-দু'দশক আগে, ভারতে যখন শপিং মল পর্বের উত্থান ঘটছে, তখন বৃহৎ খুচরো বিপণনের এক পুরোধাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এমন অনেক লোকই তো আছেন, যাঁরা মলে যান শুধুমাত্র সময় কাটাতে, কিছু কেনাকাটা করেন না। তাঁরা কি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, একেবারেই না, বরং তাঁরা এই রিটেল ব্যবসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজ তাঁদের কাছে খরচ করার মতো টাকা নেই, কিন্তু কাল থাকবে তখন তাঁরা ফিরে আসবেন এই মলেই। আজ যা কিনতে পারেননি, কাল তা কিনবেন; সঙ্গে আরও অনেক কিছু কিনবেন। এই কথাটির মধ্যে নিহিত আছে একটি বিশ্বাস- আজ যাঁর হাতে যথেষ্ট টাকা নেই, কাল তাঁর হাতেও সেই টাকা থাকবে; অর্থাৎ, অর্থব্যবস্থা একটা ধারাবাহিক প্রগতির মধ্যে দিয়ে যাবে। আজ যখন ভারতে "মৃত শপিং মল"-এর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, ক্রেতার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক দোকান, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন করতে হয়, দু'দশক আগের সেই বিশ্বাসটিতে কতখানি ভুল ছিল? ঠিক কতখানি পাল্টে গেল দুনিয়া, যাতে শপিং মল বস্তুটিই এত দ্রুত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে বসল? গত দেড়-দুই দশকে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় আয় বেড়েছে অনেকখানিই, কিন্তু সে দিন যাঁদের হাতে টাকা ছিল না, দেশের আয়বৃদ্ধির ফলে তাঁদের বেশির ভাগের হাতে সেই অনুপাতে টাকা এসেছে, এমন কথা বলা যাবে না। কারণ, ভারতে আয়বৃদ্ধি হয়েছে অসম জনসংখ্যার একটি ছোট অংশের হাতে বিপুল পরিমাণ টাকা বেড়েছে; সিংহভাগের বেড়েছে ছিটেফোঁটা, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় হ্রাসও পেয়েছে। শপিং মলে মানুষ যে টাকা খরচ করেন, সেটি বিশুদ্ধ কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার বা ভোগব্যয়। সেই ব্যয়ের একটা নির্দিষ্ট চরিত্র আছে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে প্রথমে ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে; তার পর, বেশির ভাগ পণ্যের ক্ষেত্রে ভোগব্যয়ের পরিমাণ আয়ের অনুপাতে হ্রাস পায়। সেই পণ্যগুলিকে বলা হয় স্বাভাবিক পণ্য- শপিং মলে সচরাচর যে সব পণ্য পাওয়া যায়। অতি উচ্চ আয়ের ক্ষেত্রে যেখানে ভোগব্যয় বাড়ে, তা হল লাক্সারি গুড বা বিলাস পণ্য। তার বিপণি বহুলাংশে আলাদা। যে-হেতু সিংহভাগ মানুষের প্রকৃত আয় বাড়েনি, তাঁদের ভোগব্যয়ের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়তে পারেনি। সব মিলিয়ে, শপিং মলগুলি ক্রমে জনশূন্য হয়েছে। আর্থিক অসাম্যের এ এক অনিবার্য ফল শেষ অবধি তা অর্থব্যবস্থার স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে থাকে। ২০১৫ সালের পর থেকে, ২০২১-এর ব্যতিক্রমী বছরটিকে বাদ রাখলে, প্রতি অর্থবর্ষেই ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির হার তার আগের অর্থবর্ষের তুলনায় কম ছিল, এই তথ্যটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। মধ্যবিত্তের আর্থিক স্বাস্থ্যভঙ্গ ভারতের মতো কিছু দেশের ক্ষেত্রে কঠোর বাস্তব। পাশাপাশি অন্য একটি বৈশ্বিক প্রবণতাও অনস্বীকার্য হয়েছে গত এক দশকে ই-কমার্স বা অনলাইন বিপণি সর্বত্রব্যাপী হয়েছে। শপিং মল এখন আক্ষরিক অর্থেই ক্রেতার হাতের মুঠোয়- ফোনের অ্যাপ খুললেই কিনে ফেলা সম্ভব প্রয়োজনীয় এবং অবান্তর যাবতীয় সামগ্রী। সেই ব্যবসা চরিত্রগত ভাবেই ইট-কাঠের তৈরি দোকান বা শপিং মলের চেয়ে পৃথক তার জোগান-শৃঙ্খল আলাদা, ব্যয়ের চরিত্রও আলাদা। ফলে, ই- কমার্সের পক্ষে এমন ছাড় দেওয়া সম্ভব, যা সাধারণ দোকান বা শপিং মলে অকল্পনীয়। গ্রাহকের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই সেই বিকল্প গ্রহণযোগ্য হয়েছে বাড়িতে বসে তুলনায় কম দামে কেনাকাটা করতে পারলে কে আর শপিং মলে যেতে চায়। গত কয়েক বছরে তৈরি হয়েছে কিউ- কমার্সও, যাতে মাত্র কয়েক মিনিটে বাড়িতে পৌঁছে যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। সব মিলিয়ে, যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের একটা বড় অংশ শপিং মল ছেড়ে হাত বাড়িয়েছেন অনলাইন কেনাকাটার দুনিয়ায়। এখানে একটি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন- অনলাইন কেনাকাটা কিন্তু পাড়ার মুদিখানার উপর তেমন সর্বগ্রাসী প্রভাব ফেলতে পারেনি এখনও। পাড়ার দোকানের সঙ্গে অধিকাংশ ক্রেতার সংযোগটি মানবিক, কেবলমাত্র লেনদেনের নয়। অনেকেই সেই সম্পর্ক ছাড়তে নারাজ। অন্য দিকে, সেই মানবিক সম্পর্কের জোরেই, পাড়ার মুদিখানায় বহু লেনদেন চলে বাকিতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা সংস্থা ছাড়া, ক্রেডিট কার্ড ছাড়া, বন্ধক ছাড়া। যাঁদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান, অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী না কিনেও উপায় নেই, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থার কোনও বিকল্প হয় কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সকলকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সুমিত্রা দেবীর

গত শতকের মাঝামাঝি বাংলা চলচ্চিত্রে এক অভিনেত্রীর, বলা যায় তৎকালীন সেরা সুন্দরী অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে। পরে পাঁচের দশকে অবশ্য সেরা সুন্দরী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে পাই আমরা। বাংলা ছবির সেই সুন্দরী অভিনেত্রী সাকুল্যে মাত্র আঠারোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সে সময়ের বাঙালি যুব সম্প্রদায়কে আপন সৌন্দর্য ও অভিনয়ে তিনি পাগল করে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলি দেখার জন্য কলকাতার সিনেমা হলে সাড়ে চার আনার টিকিটের কাউন্টারে বিরাট লাইন লেগে থাকত। এই সাড়ে চার আনার টিকিট হল ফোর্থ ক্লাসের। মানে আম জনতার।

অভিনেত্রীর আসল নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৩ সালে বীরভূম জেলার সিউড়িতে জন্ম। ফুটফুটে সুন্দর দেখতে নীলিমার বাবা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁর বাল্য শিক্ষা মজফফরপুরে। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্পের জেরে নীলিমারা কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হন দেশবন্ধু গার্লস হাইস্কুলে। তবে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেননি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মের ফলে অনেক অনুশাসন মেনে চলতে হতো নীলিমাকে। কিন্তু ছোট থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল রুপোলি পর্দার ভাল অভিনেত্রী হওয়ার, নায়িকা হওয়ার। যৌবনে সবে পা রেখেছেন, তখনই সর্বস্তরে শুরু হয়ে যায় নীলিমার রূপের প্রশংসা। মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক জেনে বাবা চিন্তায় পড়লেন। তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হল না। একদিন স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে এলেন। এব্যাপারে ছোটভাই তাঁর পাশে থেকেছেন সব সময়। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে নিউ থিয়েটার্সের কথা তাঁর জানা ছিল। ভাইয়ের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে নীলিমা একদিন তাঁর ফটোসহ একটি আবেদন পত্র পাঠান নিউ থিয়েটার্সে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে। চিঠির উত্তর এল। নিউ থিয়েটার্স তাঁকে ডাকল ইন্টারভিউয়ের জন্য। ইন্টারভিউ দিলেন। তাতে উতরে যাওয়ায় অভিনয়ের শিক্ষাদান শুরু হল। ছবির পর্দায় আর নীলিমা নয়, তাঁর নাম হল সুমিত্রা দেবী।

নিউ থিয়েটার্সের 'মাই মিস্টার' ছবির নায়িকা রূপে সুমিত্রা দেবী নির্বাচিত হলেও তাঁর প্রথম মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'সন্ধি'। প্রথম ছবিতেই দর্শকের মন জয় করে ফেলেন তিনি। ছবির নায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৪ সালে। নবাগত নায়িকা সুমিত্রা দেবী সে বছর বিএফজেএ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) পুরস্কার পান সেরা অভিনেত্রী হিসাবে। এ ছবি যে আলোড়ন তুলবে কেউ ভাবেননি। 'সন্ধি'র পরিচালক অপূর্ব মিত্র হলেও এ ছবির প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার দেবকী কুমার বসু। প্রকৃত পক্ষে তিনিই সুমিত্রা দেবীকে ট্রেনিং দেন। তাতেই সুমিত্রা দেবী প্রথম ছবিতেই অসাধারণ অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর চরিত্রটি খামখেয়ালি এক বিবাহিতা তরুণীর। স্বামী যার একজন ভাল মানুষ। কিন্তু স্ত্রীর খেয়ালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে স্বামী বেচারার কাহিল অবস্থা। তরুণীর একটাই দুর্বলতা। আরশোলা ভীতি। স্বামী সেটা জানতে পেরে বোতলে আরশোলা রেখে স্ত্রীকে জব্দ করতেন। শেষ কালে স্বামীর সঙ্গে সন্ধি করলেন তরুণী। কলেজে পড়ার সময় ছবিটি দেখেছিলাম কয়েকজন বন্ধু মিলে। পরে যখন প্রথমবার বোম্বাই যাই তখন কে এস ফিল্মসের ক্যামেরাম্যান আমাকে সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেন। আমি আরশোলার গল্প বলতে কী হাসি। অবশ্য এর মধ্যে তাঁর 'পথের দাবি', 'দেবী চৌধুরাণী' , 'সাহেব বিবি গোলাম' , 'একদিন রাত্রে' , 'আঁধার আলো' দেখেছি। সেই সব ছবি নিয়েও কথা হল ওঁর সঙ্গে।

অভিনয়ের জগতে আসার পর তাঁর বিয়ে হয় অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে সময় দেবী মুখোপাধ্যায় বিরাট মাপের অভিনেতা। ১৯৪৭ সালে দেবী মুখোপাধ্যায় মারা যান। 'ভাবীকাল' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দেবী মুখোপাধ্যায় বিএফজেএ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'সন্ধি' ছবির পর সুমিত্রা দেবী 'পথের দাবী', 'অভিযোগ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'স্বামী', 'সমর', 'দস্যু মোহন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একদিন রাত্রে', 'আঁধার আলো', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'যৌতুক', 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের জন্য ছবিগুলি ভালো চলেছিল। হরিদাস ভট্টাচার্য্য পরিচালিত 'আঁধার আলো' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয় দর্শকমহলে সাড়া ফেলে দেয়। 'আঁধারে আলো' সেই বছর দ্বিতীয় সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। কার্লোভিভারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি মনোনীত হয়েছিল। এই ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয়ের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনেছি।

তিনি বোম্বে টকিজের ব্যানারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি 'রজনী' অবলম্বনে হিন্দি ও বাংলা দ্বিভাষিক ছবি করেন। তাতে তরঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় করে হিন্দি ছবির দর্শকদেরও বেশ আপন হয়ে উঠলেন। রাজ কাপুরের 'একদিন রাত্রে'র হিন্দি 'জগতে রাহো' ছাড়াও সুমিত্রা দেবী আরও কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। সেগুলির মধ্যে আছে 'ময়ূরপঙ্খ', 'মমতা', 'দিওয়ানা', 'আরাবিয়ান নাইটস', 'মেরে আরমান মেরে সপনে','বীর ভীমসেন' প্রভৃতি।

সম্ভ্রম জাগানোর মতো ব্যক্তিত্ব ছিল সুমিত্রা দেবীর। বোম্বেতে শুনেছি সুমিত্রা দেবী খুব বিনয়ী ছিলেন বলে সকলের ভালোবাসা পেয়েছেন। চলচ্চিত্রের মানুষজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি চিনে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এতে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন তিনি।

'সাহেব বিবি গোলাম' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর পটেশ্বরী চরিত্র আজও মনে দাগ কেটে আছে। প্রতিটি ছবিতেই তিনি অন্তর দিয়ে অভিনয় করেছেন। সে সব ছবি তাঁর অভিনয়ের জন্যই বক্স অফিস পেয়েছিল। অবশ্য 'একদিন রাত্রে' ছবিতে সুমিত্রা দেবী ছাড়া আর একজন অভিনেতা মন কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন ছবি বিশ্বাস। তাঁর লিপে মান্না দে-র গান 'এই দুনিয়া ভাই সব সত্যি' সবার মুখে মুখে ফিরত। সলিল চৌধুরির কী সুন্দর সুর।

কাননদেবীর বাড়িতে একবার তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করার সুযোগ হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন গায়ক জগন্ময় মিত্র। তিনি বলেছিলেন, 'সুমিত্রার মধ্যে একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর সব গুণই ছিল। সত্যই তাঁর ছবিগুলি দেখলে সেকথা বার বার মনে পড়ে। বাংলা চিত্র জগতে এরকম সব গুণসম্পন্না অভিনেত্রী আমরা খুব কি বেশি পেয়েছি? মাত্র ৬৭ বছর বয়সে তাঁকে আমাদের হারাতে হয়েছে। **(সৌজন্যে : নবোত্থান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহাকুম্ভ তৈরি করতে চলেছে অনন্য অর্থনীতির নজির

অশোক সেনগুপ্ত(প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ থেকে)

প্রয়াগরাজ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভের নগরীতে সমুদ্রমন্থন দ্বারের কাছে রাস্তার বাঁ ধারে বছর ছয়ের এক বালিকা দড়ির খেলা দেখাচ্ছে। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা, নিচে দাঁড়িয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছে ওর বাবা। সঙ্গমমুখী রাস্তার ধরে মিনিট পাঁচ এগোলে এরকমই আর এক 'বাঞ্জারা' রোজ দড়ির ওপর ওঠে রোজ সকাল সাতটায়। ওর বিশেষত্ব হাঁটু মুড়ে বসা। মনে হয়, পায়ের একটা অংশ নেই। নিচে পাহারাদার ওর মা।

এই দুই বালিকার মত হরেক পেশার, নানা ধরণের মানুষ মহাব্যস্ত প্রয়াগের মহাকুম্ভে। যেমন আর এক বালিকা অনামিকা। রাস্তার ধারে বসে বিক্রি করছে শক্ত কাগজের তৈরি নৌকোর আদলে নাইয়া। প্রতি 'নাইয়া'-তে কিছু লাল-হলুদ ছোটো গাঁদা, মাঝে মাটির প্রদীপ, ধারে আগরবাতি লাগানোর জায়গা। প্রতিটির দাম ২০ টাকা। দিনে কয়েকশো টাকা উপার্জন। সঙ্গম যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে হাজার রকম বিক্রেতা। হরেক রঙের, হরেক মাপের রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া পতাকা, রামের নাম লেখা পাঞ্জাবি, মূর্তি, দেবতার বিশেষ ধরণের প্রসাদের মোড়ক এ সব যেমন আছে, তেমনই আছে আইসক্রিম, খেলনা, মেয়েদের সাজগোজের জিনিস প্রভৃতি। মহাকুম্ভ উপলক্ষে কী হকার, কী বড় দোকান প্রত্যেকের ব্যবসা রীতিমত বেড়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য বেড়েছে হোটেল, রেস্তোঁরা, হোম স্টে-র ব্যস্ততা ও আয়। পুণ্যার্থীরা অনেকে এসে ধাতব টাকা/পয়সা ফেলছেন জলে। কত টাকা মোট জলে যাচ্ছে, তার হিসেব কে রাখেন? কিন্তু বেশ কিছু লোক বা ছেলে ব্যস্ততাময় হাঁটুজল থেকে কাদা ছেঁচে সেই পয়সা তোলা। কপাল ভালো থাকলে, মহাকুম্ভের এক পুণ্যদিনেই কয়েকশো টাকা তুলছেন।

মহাকুম্ভ মেলা ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব এবং লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলা থেকে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে উত্তর প্রদেশ সরকার আশা প্রকাশ করেছে। কীভাবে রাজস্ব আয় করছে? পরিষেবার জন্য পরিবহন, খাদ্য, আবাসন, খুচরা বিক্রয় এবং অন্যান্য পরিষেবার জন্য মানুষ খরচ করছে। নানা ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কুম্ভমেলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ব্র্যান্ডিং অধিকার আইটিসি, কোকা-কোলা এবং আদানি গ্রুপের মতো ব্র্যান্ডগুলি ৩৬০০ কোটি টাকার ব্র্যান্ডিং অধিকার কিনে নিয়েছে।উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের কুম্ভমেলায়, দর্শনার্থীদের দৈনিক গড়ে জনপ্রতি খরচ ছিল ৩০০-৫০০, যা স্থানীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০২৫ সালের জন্য মুদ্রাস্ফীতি-সমন্বিত খরচের সাথে সংখ্যাটি জনপ্রতি দৈনিক ৬০০-৭৫০-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসবের ফল অর্থনৈতিক প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।অনুষ্ঠান চলাকালীন জাল নোটের প্রচলন নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, কারণ সম্প্রতি প্রয়াগরাজ থেকে মাত্র ২৬৫ কিলোমিটার দূরে শ্রাবস্তীর একটি মাদ্রাসা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মহাকুম্ভের সময় কোটি কোটি টাকা বিনিময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখেছে যে আর্থিক কারচুপির জাল নোটের চালানোর উদ্দেশ্যে ছিল।সব মিলিয়ে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ তৈরি করতে চলেছে অনন্য অর্থনীতির নজির।

৩-দিন ছিলেন নিখোঁজ, হাওড়ার বালিতে শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

হাওড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাওড়ার বালিতে উদ্ধার হল ৩-দিন ধরে নিখোঁজ এক শ্রমিকের দেহ। নির্মীয়মাণ আবাসনের লিফটের জায়গায় জমা জল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার বুধবার। বালি নিশ্চিন্দা ঘোষপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃত শ্রমিকের নাম সুবোধ রায় (৪০)। তিনি বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা।

মিস্ত্রীর কাজ করতেন তিনি। অন্য জায়গায় কাজ করলেও সহকর্মীদের সঙ্গে থাকছিলেন বালি নিশ্চিন্দা ঘোষপাড়া এলাকায়। গত সোমবার থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান সুবোধ। এরপর বুধবার সকালে নবনির্মিত ওই আবাসনের লিফটের যে জায়গাটি তৈরি হচ্ছিল সেখানে জমে থাকা জলের মধ্যেই ভেসে ওঠে সুবোধের দেহ।

বাজেটের আগে বিএ কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিত বিরোধীরা, ক্ষোভপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিধানসভায় বাজেট পেশের আগে কার্য উপদেষ্টা কমিটির (বিএ) বৈঠক। সেই বৈঠকে বিজেপির কোনও প্রতিনিধি নেই। এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিজেপি প্রতিনিধিদের বৈঠকে অনুপস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা কেন এই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। আমরা বিরোধী থাকলেও লোকসভার সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত থাকতাম। এই ধরনের বৈঠকে বিরোধীদের উপস্থিত থাকা উচিত। কেন বিরোধীরা সর্বদল বৈঠকে আসেন না, বুঝতে পারি না।

বুধবার বিএ কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়কেরা। বিজেপির কোনও বিধায়ককে বৈঠকে থাকতে দেখা যায়নি। তবে ছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।

চাকরি চাই বলে স্লোগান, বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট বিজেপির

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। রাজ্য সরকারি কর্মী থেকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপভোক্তা সকলের দিকেই নজর ছিল বাজেটে। ডিএ বৃধির পাশাপাশি নারী ও শিশু কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও নদীকেন্দ্রিক এলাকায় 'নদী বন্ধন' নামে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হল রাজ্য বাজেটে। এই প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাজেট বাজেট পেশ করার সময় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য শুরু করেন চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমার বাজেট পেশের শুরুতেই বিধানসভায় 'চাকরি চাই', 'চাকরি চাই' স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়কেরা। স্লোগান ওঠে আরজি কর নিয়েও। বাজেট পেশের মধ্যেই বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা।

শুষ্ক আবহাওয়া থেকে রেহাই নেই, আগামী কিছু দিন শুষ্ক থাকবে হিমাচল

শিমলা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুষ্ক আবহাওয়া থেকে এখনই রেহাই পাবে না হিমাচল প্রদেশ। আগামী কিছু দিন, প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে হিমাচল প্রদেশে। আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী সাত দিনে রাজ্যে কোনও তুষারপাত অথবা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। উঞ্চ পাহাড়ে অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় তুষারপাত অথবা বৃষ্টিপাত হতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে, রাজ্যে শুষ্ক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পূর্বাভাসে কৃষকরা যথেষ্টই হতাশ। কৃষিকাজের জন্য তাঁরা নতুন করে বৃষ্টিপাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়া আপেল গাছগুলিকে রুক্ষ্ম করে তুলেছে, বেশিরভাগ আপেল চাষিরা বলছেন, অধিকাংশ গাছগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে।

উদ্যোগ ভারতীয় রেলের, বিশ্বমানের সুবিধায় সেজে উঠবে এনজেপি স্টেশন

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশ্বমানের সুবিধায় সেজে উঠবে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন। এমনটাই উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের উদ্যোগে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের সুবিধার সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হবে। এ প্রসঙ্গে বুধবার হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সেক্রেটারি সম্রাট সান্যাল বলেছেন, 'কাজ চলছে এবং আমরা খুশি যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা-সহ আপগ্রেড করা হচ্ছে। আমরা আশা করি কাজ শীঘ্রই শেষ হবে, কারণ প্রতিটি কাজের একটি সময়সীমা থাকা উচিত। এই আপগ্রেডটি পর্যটকদের সাহায্য করবে এবং তাদের আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। আমরা আরও আশা করি, নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে আরও ভাল সংযোগের জন্য আরও ট্রেন উপলব্ধ করা হবে।

আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন দেওয়ার ঘোষণা বাজেটে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়া হবে। পাশাপাশি এক লক্ষেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে। বুধবার রাজ্য বাজেটে স্মার্টফোন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। এই প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য বাজেটে এই ঘোষণা করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেছেন, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা তৃণমূল স্তরে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে বাঘের আক্রমণে ১৬টি ভেড়ার মৃত্যু

বদগাম, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলার শামসাবাদ গ্রামে চিতাবাঘের আক্রমণে স্থানীয় এক কৃষকের ১৬টি ভেড়া মারা গেছে।কৃষক নিজে অল্পের জন্য চিতার আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। ভেড়ার দলকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও পারেননি তিনি।

স্থানীয়রা জানান, এটি ওই কৃষকের জন্য বড় আর্থিক ক্ষতি। প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুরোধ করেন তাঁরা। এলাকার বাসিন্দারা বনবিভাগে চিতাবাঘটিকে অবিলম্বে ধরার দাবি জানান।

আগামী দিনে বিদ্যুতের দাম কমবে, জানালেন মমতা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যের বাজেট পেশের পর দেউচা পাচামি নিয়ে মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেউচা পাচামি-র হাত ধরে লোডশেডিংয়ের সমস্যার সমাধান হবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মেরও কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি বলেন, দেউচা পাচামিতে অনেক ছেলেমেয়ে হোমগার্ডের চাকরি পেয়েছে। আদিবাসীদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। যাঁরা টাকা চেয়েছেন দিয়েছি। এলাকায় বাড়ি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল সব দিয়েছি। ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। এখন আমাদের জমিতেই কাজ হচ্ছে। আরও কিছু জমি লাগবে। বাকি জমি যাঁরা দেবেন তাঁরাও টাকা, বাড়ি সব পাবেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাশিল্প হচ্ছে দেউচা পাচামিতে। আগামী প্রজন্ম ১০০ বছর যাতে লোডশেডিংয়ের সমস্যায় না ভোগে এবং বিদ্যুতের দাম যাতে না বাড়ে তাই এই প্রকল্প। কমপক্ষে ১ লক্ষ যুবক-যুবতী চাকরি পাবেন। কয়লা উৎপাদন হলে বিদ্যুতের দামও কমে যাবে।

চার শতাংশ ডিএ বাড়ল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের, বাজেটে ঘোষণা চন্দ্রিমার

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রত্যাশা ছিলই, আর তা পূরণ করে দিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। বুধবার বাজেট বক্তৃতায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ঘোষণা করলেন তিনি। এর ফলে তা বেড়ে দাঁড়াল ১৮ শতাংশ। চন্দ্রিম জানিয়েছেন ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত হাতে ডিএ কার্যকর হবে।

বুধবার বিকেলে বাজেট পেশ করার সময় রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ঘোষণা করেছেন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ৭০ হাজার আশা কর্মীদের স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন চন্দ্রিমা।

মধ্যপ্রদেশের দমোহে কয়লা বোঝাই মালগাড়িতে আগুন

দামোহ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের দমোহ জেলায় বুধবার সকালে একটি কয়লা বোঝাই মালগাড়িতে হঠাৎই আগুন লাগে। জানা গেছে, কাটনি থেকে সাগরগামী কয়লা বোঝাই একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ৫ নম্বর বগিতে আগুন লাগে।

মালগাড়ির লোকো পাইলট দ্রুত স্টেশন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিক তদন্তে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে দমকল বাহিনীর আধিকারিকদের ধারণা, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন রেল আধিকারিকরা সহ স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

নদী বন্ধন নামের নতুন প্রকল্পের ঘোষণা রাজ্য বাজেটে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ বারের বাজেট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শেষ 'পূর্ণাঙ্গ বাজেট'। নদী কেন্দ্রিক এলাকায় 'নদী বন্ধন' নামে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা হল বুধবার রাজ্য বাজেটে। এই প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। ওই প্রকল্পের মোট খরচ হল ১,৫০০ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বড় ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ দুই বছরে শেষ হবে বলে জানালেন মন্ত্রী। এই প্রকল্পের মোট খরচ ১৫০০ কোটি টাকা। এ বারের রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ করা হলো মোট ৫০০ কোটি টাকা। ফারাক্কার জন্য নদী ভাঙ্গন বন্ধে ২০০ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যানের কথা বলা হয়েছে। গঙ্গা সাগর সেতু চার লেন করতে ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে রাজ্য বাজেটে। এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৪.৭৫ কিলোমিটার।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাজ্য বাজেটে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ বারের বাজেট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শেষ 'পূর্ণাঙ্গ বাজেট'। রাজ্য বাজেটে বাংলার বাড়ি নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের। বাজেটে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হল ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ১৬ লক্ষ নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৬ লক্ষ অতিরিক্ত যোগ্য পরিবারকে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই পর্যায়ের প্রথম কিস্তির টাকা, পরিবার পিছু ৬০,০০০ টাকা হারে, এই বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রদান করা হবে বলে বাজেটে জানানো হয়েছে। যে কারণে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বাড়ি নির্মাণের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। এছাড়া, আরও আবেদনকারী থাকলে এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে একই প্রক্রিয়ায় সেই আবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে রাজ্য বাজেটে।

দুর্গাপুরে বস্তি উচ্ছেদে উত্তেজনা

দুর্গাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দুর্গাপুরের সোনারতরী বস্তি এলাকায় ফের বস্তি উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে এবং এই ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। অভিযোগ, বস্তিবাসীদের আগে সতর্ক না করে এডিডিএ আধিকারিকরা ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। বুধবার দুর্গাপুর ২২ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে।

এটিই প্রথম নয়, এর আগে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ফুটপাথ ও সরকারি জমির উপর জবরদখল উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে। দুর্গাপুরেও আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বহুদিন ধরে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। তবে, বুধবার দুপুরে সোনারতরী বস্তির মানুষদের ঘরবাড়ি ভাঙা হয়, অথচ অনেকে তখন কর্মস্থলে ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ঘরবাড়ির মাটির দেওয়ালের ভিতর তাদের সংসারের শেষ সম্বল ছিল। অভিযানে, একাধিক বাড়ি ভাঙার ফলে অনেকের গরু, ছাগলসহ অন্যান্য জিনিসপত্রও চাপা পড়ে। এর ফলে, ক্ষোভে ফেটে পড়েন বস্তিবাসীরা এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারী আধিকারিকদের তাড়া করেন। প্রতিবাদী বাসিন্দারা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এক বাসিন্দা জানান, ঘর ভেঙে আমাদের জীবিকা ও পরিবারের জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা কোথায় যাব, প্রশাসন আমাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। আরেক বাসিন্দা বলেন, যদি আগের দিন বা সকালে আমাদের জানানো হতো, তবে আমরা আমাদের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে পারতাম। বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী বলেন, যতবার রেলের জবরদখল উচ্ছেদ হয়েছে, ততবার তৃণমূল নেতারা পুনর্বাসনের দাবি করেছেন। কিন্তু এদিন যেটা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অমানবিক।

অভিযান চলাকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উচ্ছেদকারীরা বস্তিবাসীদের রোষের মুখে মাঝপথে অভিযান বন্ধ করে ফিরে যায়। এদিকে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

রাজ্য বাজেটকে বিঁধলেন শুভেন্দু

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। রাজ্য বাজেটের তীব্র বিরোধিতা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্যের বাজেট বেকার বিরোধী বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর। রাজ্য সরকার যে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, তা এই বাজেটেই প্রমাণিত বলে তোপ শুভেন্দুর। বাজেটের বিরোধিতা করে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউটও করেন বিজেপি বিধায়করা।

রাজ্য বাজেটকে পুরোদস্তুর বেকার বিরোধী বলে তুলোধোনা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই বাজেটে একটিও কর্মসংস্থানের কথা নেই।

Present:- Sri S. Saha
Chief Judicial Magistrate
Sepabijala Judicial District, Sonamura
Case No: PRC (SP) 26 of 2022

The State of Tripura..... Vs.....Iman Hossain & ors.

Ld. APP in-charge Mr. C.R. Choudhuri is present for the prosecution.
Accused Delowar Hossain, Monowara Khatun and Rokeya Khatun on bail are absent today without filing any step.
ER of NBWA issued against accused Iman Hossain has not yet been returned by O/C, Jatrapur PS till date.
//Issue proclamation against accused Iman Hossain. //Issue summons to accused Delowar Hossain, Monowara Khatun and Rokeya Khatun and also issue notices to their surety(s).
O/C, Jatrapur PS is directed to cause paper publicati of the proclamation issued against accused Iman Hossain.
Judicial Magistrate Semabijale District Sonamura, Tripura.
Fix 18.03.2025 for SR/ER.

FORM NO. 5
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED To
(See section 82)
Chief Judicial Magistrate Establishment, Sonamura IN THE COURT OF Shri Subhadeep Saha
The Officer in-charge Jatrapur Police Station
Chief Judicial Magistrate
CASE NO. PRC(SP) 26 OF 2022
Next Date:-18.03.2025

WHEREAS a complaint has been made before me that Iman Hossain S/O Manu Miah of Nidaya Gangkul P/S Jatrapur, Sepahijala Tripura has committed the offence of punishable under section 341/323/448/34 of the Indian Penal Code it has been returned to a warrant of arrest there upon issued that the said Iman Hossain cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused person has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warranty);
Proclamation is hereby made that the said Iman Hossain S/O Manu Miah of Nidaya Gangkul P/S Jatrapur, Sepahijala Tripura is required to appear at Chief Judicial Magistrate Sonamura,Sepahijala Tripura before this Court (or before me) to answer the said complaint on the 18th day of March 2025.
20
Dated, this.....day of.....
ICA/D/1839/252

Chief Judicial Magistrate
Sepahijala District,Sonamura.
Chelial Magistrate,
Spahijate District,Tripura.

PNIT No.: 66/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25, Dt.10/02/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl.No.	DNIeT No	Last Date and Time for document uploading & Bidding	Time and date of opening of Bid
1	206/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	Up to 3.00pm on 19/02/2025	At 4.00pm on 19/02/2025 (If possible)
2	207/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25		
3	208/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25		
4	209/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25		
5	213/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/4/3763/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura District, Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA,
PHONE: 0381-2325646, 2325507
E-mail: amc-tripura@nic.in,
amc.tripura@gmail.com
F.No-1(82)/GIS Property tax/e-Gov/AMC/2023/
Shadow/9594-99 Date: 11/12/2025

Office Order

The authority of Agartala Municipal Corporation has decided that resurvey & mutation applications for GIS property tax shall not be accepted after 15/03/2025. After this date, the existing records will be considered final for the assessment year 2024-2025.
In light of the above, Asst. Municipal Commissioners (CZ/NZ/EZ/SZ) are hereby directed to ensure strict adherence to this order within their respective zones.

(Dr. Shailesh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

PNIe-T NO 145 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated 06/02/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the, 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Contractors/ Firms/ Manufacturers / Authorized sale and service Dealer having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:
Air Conditioning
Name of work: Servicing & repairing of 16(sixteen) Nos. 1.5/2.0 TR capacity split type
Inverter/non-inverter
Machines (LG/Bluestar/Voltage/Godrej/Haier make) installed in different chamber and Ejlash of the District & Sessions Judge Court Complex, South Tripura, Belonia during the year 2024-25
1. DNIeT No:87/ EE/DNIET/MECH.DIVN/AGT/2024-25
2. Estimated Cost: Rs 1,44,640.00
3. Earnest Money: Rs 2893.00
4. Bid Fee: Rs 1,000.00
5. Last date & time for online Bidding: 20/02/2024 upto 3:00 PM
6. Time: 30 (Thirty) days
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3769/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

NIT NO: ePNIT-21/EE/RDD/STC/2024-2025
Dated:-Approved Date

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligiblebiddersup to 11:00 A.M. of 18/02/2025 for 06(six) construction works. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3757/25

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied/registered contractors in format No.F.TRI-7 and should be in non-judicial stamp paper costing Rs.100/-(One hundred) only for construction of the following works.

Sl.No	Name of construction work	Estimated cost	Location	Earnest money	Completion of time
1.	5000 ltrs Capacity water reservoir	Rs.1,20,238/-	A.Ch.Rama Rao TSR Training	Rs.2,405-	21(Twenty one) days
2.	5000 ltrs Capacity water reservoir	Rs.1,20,238/-	Centre,R.K.Nagar,West Tripura	Rs.2,405/-	21(Twenty one) days

Tender forms, terms and conditions, estimate etc, may be obtained from the office of the Commandant, A. Ch. Rama Rao TSR Training Centre, R.K.Nagar on or before 15.02.2025 on any working days during office hours by paying Rs.200/-(Rupees two hundred) only. The last date of submission of tender is 1600 hrs on 18.02.2025. The tender will be opened on 18.02.2025 at 1700 hrs.
ICA/C/3754/25

Commandant ACRR
TSR Training Centre R.K.Nagar, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আনারস দিয়ে হালুয়া বানানোর রেসিপি

উপকরণ-আনারস ২ কাপ, জল ৩ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১ কাপ, চিনি ২ কাপ, হলুদ খাবার রং আধা চা-চামচ, ঘি ৬ টেবিল চামচ, এলাচিগুঁড়া সিকি চা-চামচ ও বাদামকুচি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি-প্রথমে ব্লেন্ডারে আনারস ও ১ কাপ জল নিন। ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন। মিশ্রণটি পুরোপুরি মসৃণ হবে। আনারসের রস ছেঁকে আলাদা করে নিন। আনারসের রসে ১ কাপ কর্নফ্লাওয়ার যোগ করুন। একটি হুইস্ক দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর ১ কাপ জল যোগ করে দিন। একটি বড় কড়াইয়ে চিনি এবং ১ কাপ জল নিন। অল্প আঁচে চিনি পুরোপুরি না গলে যাওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে নাড়ুন। চিনি গলে গেলে প্রস্তুত করা আনারসের মিশ্রণটি যোগ করুন। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন এবং চুলার আঁচ কম থেকে মাঝারি রাখুন। ৫ মিনিট পরে মিশ্রণটি ঘন হতে শুরু করবে। আধা চা-চামচ খাবার রং ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর ২ টেবিল চামচ ঘি যোগ করুন। নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর আরও ২ টেবিল চামচ ঘি যোগ করুন। ৬ টেবিল চামচ ঘি ধাপে ধাপে ব্যবহার করুন। মিশ্রণটি আকার ধরে রাখার মতো অবস্থায় এবং প্যান থেকে আলাদা হয়ে আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এরপর সিকি চা-চামচ এলাচিগুঁড়া ও ২ টেবিল চামচ বাদাম যোগ করুন। ভালোভাবে মেশান। মিশ্রণটি একটি পার্চমেন্ট পেপারের বাক্সে ঢেলে দিন। ওপরে বাদাম দিয়ে সাজান। একই পুরুত্বে যেন থাকে। ২ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখুন। পছন্দমতো আকারে কেটে নিন এবং বাদামকুচি দিয়ে সাজান।

শীতের সবজি দিয়ে বিশেষ খাবার

উপকরণ- মুরগির বুকের মাংস ছোট করে কাটা আধা কাপ, চিংড়ি ছোট করে কাটা আধা কাপ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, সয়া সস ২ টেবিল চামচ, গাজর স্লাইস আধা কাপ, পেঁপে স্লাইস আধা কাপ, বরবটি আধা কাপ, তেল ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ফুলকপি স্লাইস আধা কাপ, চায়নিজ ক্যাবেজ আধা কাপ, ব্রকলি আধা কাপ, পেঁয়াজপাতা ৫-৬টি, মাশরুম আধা কাপ, বেবি কর্ন আধা কাপ (পছন্দমতো সবজি দেওয়া যায়), ফিশ সস ২ টেবিল চামচ, ওয়েস্টার সস ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ২ চা-চামচ বা পরিমাণমতো, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ স্লাইস ৬-৭টি, কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবিল চামচ, লবণ ১ চা-চামচ।

প্রণালি- মুরগি, চিংড়ি, আদাবাটা, রসুনবাটা, সয়া সস একসঙ্গে মেখে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। ফুটন্ত গরম জলে পেঁপে, গাজর, বরবটি আধা সেদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা পানিতে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তেল গরম করে নিন। পেঁয়াজ ভেজে নিন। মাখানো মাছ, মাংস দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। পর্যায়ক্রমে সব সবজি দিয়ে রান্না করতে হবে। ফিশ সস, ওয়েস্টার সস, লবণ, চিনি, গোলমরিচ, কাঁচা মরিচ, কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নিন কুসুম গরম পানিতে। এই মিশ্রণ মাছ, মাংস, সবজিতে ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

মাংস দিয়ে বানাতে পারেন মজার পিঠা

পুরের উপকরণ: গরুর মাংসের কিমা সেদ্ধ পৌনে এক কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুন থেঁতলানো ১ টেবিল-চামচ, হলুদগুঁড়া এক চিমটি, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, রোস্টেড জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল- চামচ, চাট মসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ২ টেবিল-চামচ, পেঁয়াজপাতা কুচি ও ধনেপাতা কুচি স্বাদমতো।

প্রণালি: প্যানে তেল গরম করে থেঁতলানো রসুন দিয়ে হালকা ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিন। কিছুক্ষণ পর সেদ্ধ কিমা দিন। একটু নেড়েচেড়ে হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া দিয়ে একটু জল দিন। জল টেনে এলে কাঁচা মরিচ কুচি ও ভাজা মসলার গুঁড়া দিন। পেঁয়াজপাতা কুচি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিন।

পুলির উপকরণ: চালের গুঁড়া দেড় কাপ, ময়দা সিকি কাপ, জল দেড় কাপ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: জল ফুটিয়ে তাতে লবণ, চালের গুঁড়া ও ময়দা দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন। সেদ্ধ হলে নেড়েচেড়ে কাই বানান। নামিয়ে হাত দিয়ে মেখে নিন। কাই দিয়ে কয়েকটি রুটি বেলে মাঝখানে কেটে দুই ভাগ করুন। এক ধারে একটু পুর দিয়ে দুই ধার আটকে দিন। এভাবে সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিন। তেল গরম করে ভেজে নিন সবগুলো।

লিভারের বিরল রোগ চুপিসারে ক্ষতি করে কিডনিরও

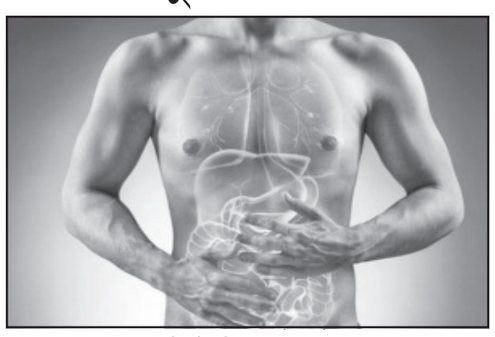

শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির মধ্যে একটি হল লিভার, যা একবার খারাপ হতে শুরু করলে তাকে মেরামত করা খুব কঠিন। আর লিভারের বেশির ভাগ রোগ সহজে সারতেই চায় না। বরং দীর্ঘ দিন ধরে কুরে কুরে লিভারকে নিঃশেষ করতে থাকে। শেষে গিয়ে প্রতিস্থাপন ছাড়া আর কোনও গতি থাকে না। লিভারের রোগগুলির মধ্যে এটি বড়ই বিরল। এই রোগ আবার জানান দিয়ে আসে না। তলে তলে বাসা বাঁধে এবং বছরের পর বছর উপসর্গহীন ভাবেও থেকে যেতে পারে। এই রোগ কেবল লিভারের নয়, শরীরের অন্য অঙ্গগুলিরও ক্ষতি করে। বিশেষ করে কিডনির ক্রনিক অসুখের কারণও হয়ে উঠতে পারে।

ফ্যাটি লিভারের কয়েক কাঠি উর্ধ্বে লিভারের পরতে পরতে চর্বি জমলে এই রোগ হয়, যার নাম ''মেটাবলিক ডিজফাংশন-অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্যাটোটিক লিভার ডিজিজ'' বা এমএএসএলডি। লিভারে যদি ১০ শতাংশের বেশি মেদ জমে যায়, তখন তা ধীরে ধীরে স্ট্যাটোটিক রোগের দিকে বাঁক নেয়। এই রোগ ফ্যাটি লিভারেরই একটি ধরন, তবে তার চেয়েও মারাত্মক। এই বিষয়ে কলকাতার একটি হাসপাতালের ইন্টারনাল মেডিসিনের চিকিৎসক পুষ্পিতা মণ্ডল আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, লিভারের ক্ষতি হলে তা সারা শরীরে প্রভাব ফেলে। এমনও দেখা গিয়েছে, ক্রনিক লিভারের রোগ থেকে কিডনি ফেলিয়োরও হয়েছে। এই ধরনের ফ্যাটি লিভারের অসুখ থেকে লিভার সিরোসিসও হতে নয়, হজমপ্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়ী গোলমালের কারণে হয়। চিকিৎসক জানাচ্ছেন, লিভারে অতিরিক্ত চর্বি বা ফ্যাট জমতে শুরু করলে এই অঙ্গটি তার নিজস্ব কার্যক্ষমতা হারাতে শুরু করে। শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বা ''টক্সিন'' থেকে লিভার নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে না। রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে সেই দূষিত পদার্থ অন্ত্রে পৌঁছে যায়। প্রাথমিক ভাবে সেখান থেকেই প্রদাহ শুরু হয়। আর এর আক্রমণ এতই নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে হয় যে, ধরা পড়ার আগেই শরীরের ভিতরে তা অনেকটাই ক্ষতি করে ফেলে। এই ধরনের ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিডনির ক্ষতি হয় কতটা? লিভারের রোগ হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। তখন অন্য অঙ্গগুলিও ভুগতে শুরু করে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কিডনির। এই বিষয়ে নেফ্রোলজিস্ট অনিন্দ্য মৈত্র বলছেন, "ক্রনিক লিভারের রোগ হলে তার থেকে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়োর হতে পারে। তলপেটে ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হলেই লিভারে প্রদাহ কমবে, ক্ষত সারতে শুরু করবে ধীরে ধীরে।২) লিভারের ক্ষত সারাতে মেডিটেরেনিয়ান ডায়েট খুবই কার্যকরী হতে পারে। মূলত ডাল ও দানাশস্য জাতীয় খাবার খেতে বলা হয়। বাদ দিতে বলা হয় যে কোনও রকম রেড মিট। সব রান্নাই অলিভ তেলে করা হয়। বিভিন্ন রকম মরসুমি ফল, সবুজ সব্জি বেশি করে খেতে হবে এই ডায়েটে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে রাখতে হবে সয়াবিন, ছোলা, মসুর ডাল, লেবু, টোফু, বিভিন্ন রকম বাদাম, কিনোয়ার মতো দানাশস্য। ৩) সপ্তাহে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা হলেও কার্ডিয়ো, ওয়েট ট্রেনিং করতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়ম করে হাঁটা, সাঁতার কাটা এই ব্যায়ামও ভাল। প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে যোগাসন করলে লিভারের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। হজম প্রক্রিয়াও ভাল হবে। ৪) বেরিয়াট্রিক সার্জারিতেও অনেক সময়ে লিভারের রোগ সারানো যায়। এই ধরনের অস্ত্রোপচারে পাকস্থলীকে গুটিয়ে ছোট করে দেওয়া হয়, অথবা পাকস্থলীর আকার প্রায় ২০ শতাংশ কমিয়ে তার সঙ্গে অন্ত্রকে জুড়ে (বাইপাস) দেওয়া হয় এমন ভাবে যে কম পরিমাণ খাবারই শরীরে ঢুকবে। স্থূলত্ব, ক্রনিক লিভারের অসুখ, কিডনির রোগ, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই পদ্ধতিতে।

পুষ্পিতার পরামর্শ, ওজন কমানোর ডায়েট আর ফ্যাটি লিভার সারানোর ডায়েট সম্পূর্ণ আলাদা। মদ্যপান থেকে লিভারের রোগ হোক বা না হোক, যকৃতে প্রয়োজনের বেশি চর্বি জমলে এই অভ্যাসটি একেবারে ত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে চিনি বা কৃত্রিম চিনি, দুই-ই খাওয়া কমাতে হবে। শরীরচর্চার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুমও জরুরি।

খাঁটি ঘি, অলিভ অয়েলের এক সঙ্গে চুল পড়া রোধ করতে পারে

চুল ঝরার সমস্যায় দামি প্রসাধনী থেকে ঘরোয়া টোটকা, সবই ব্যবহার করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যার কোনও কিনারা হয়নি। উল্টে কোনও কোনও সময়ে চুল পড়ার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। তবে নানা ধরনের ঘরোয়া টোটকার মধ্যে খাঁটি ঘি এবং অলিভ অয়েলের মিশ্রণ বেশ কাজের। এই টোটকা মাথায় মাখলে চুল পড়া যেমন কমে, তেমন নতুন চুলও গজায়।

কী এমন আছে ঘি এবং অলিভ অয়েলে?

খাঁটি ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে। অন্য দিকে ভিটামিন ই এবং কে-র পাশাপাশি অলিভ অয়েল মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ। এই সমস্ত উপাদান চুলের জন্য ভাল। মাথার ত্বকের আর্দ্রতা, পিএইচের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। ফলে চুল মজবুত হয়। রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক থাকে। কী ভাবে এই মিশ্রণ মাথায় মাখবেন?

প্রথমে ছোট একটি পাত্রে ২ টেবিল চামচ ঘি এবং ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণটি হালকা গরম করে নিন। খুব গরম তেল কিন্তু মাথার ত্বকে মাখা যাবে না। এ বার মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে ভাল করে চুল আঁচড়ে নিন। তার পর আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার ত্বকে এই মিশ্রণ মেখে নিন। বিশেষ করে মাথার যে যে অংশ একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সেখানে ভাল করে মাসাজ করুন। আধ ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

মধুর শিশিতে স্টিলের বদলে কাঠের চামচ ডোবানো হয় কেন?

সকালে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং মধু খাওয়া এক রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ঘুম চোখে হাতের সামনে যে চামচটি পাওয়া যায়, সেটি কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েই মধু শিশিতে ডুবিয়ে দেন। চামচ ভর্তি মধু তুলে নিয়ে তাকে চালান করে দেন সোজা গ্লাসে রাখা জলের মধ্যে। অনেককেই দেখেছেন মধু তোলার সময়ে স্টিলের চামচের বদলে শৌখিন কাঠের চামচ ব্যবহার করতে।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনেও তেমন চামচের দেখা মেলে। কিন্তু বিশেষ এই চামচটি ব্যবহার করার নেপথ্যে বিশেষ কোনও কারণ আছে কি? মধু একবারেই প্রাকৃতিক জিনিস। অল্প হলেও মধুতে অ্যাসিড রয়েছে। তাই অনেকেরই ধারণা, ধাতব কোনও পাত্র মধুর সংস্পর্শে এলে বিক্রিয়া হতে পারে। এমনকি মধুর পুষ্টিগুণও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই ধারণা ভুল না হলেও স্টিলের চামচ ব্যবহার করলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। আগে গেরস্ত বাড়িতে তামা বা লোহার পাত্র ব্যবহারের চল ছিল। সে ক্ষেত্রে মধুর সঙ্গে এই সব ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়া হলেও হতে পারে। কিন্তু ভাল মানের স্টিলের ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন কিছু হয় না।

মধুর মান ভাল রাখার জন্য বেশির ভাগ সংস্থা তাই কাচের পাত্রে ব্যবহার করে। সব দিক থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে চাইলে কাঠের চামচ ব্যবহার করা যেতেই পারে। তবে সেই চামচ শিশিতে ডোবানোর আগে দেখে নিতে হবে, তা সঠিক ভাবে পরিষ্কার করা আছে কি না। শিশিতে ভিজে চামচ ডোবালেও কিন্তু মধু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শীতে চোখের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে

শীত মৌসুমে হিমেল বাতাসের সংস্পর্শে চোখে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন চোখে জ্বালা, ফুলে লাল হয়ে যাওয়া, অনবরত পানি ঝরা বা শুষ্ক হয়ে যাওয়া। ঠান্ডায় কনজাঙ্কটিভাইটিসের সমস্যাও ভোগায়। চোখ কড়কড় করে, পানি পড়ে। তাই এ সময়ে চোখের একটু বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

শীতে কেন সমস্যা - শীতে বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ বাড়ে, ধুলাবালু বাতাসে ভাসে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষতিকর ছত্রাকের প্রকোপ বাড়ে। সংক্রমণ হলে চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে যায়। এ ছাড়া জল পড়া, জ্বালাযন্ত্রণা, পিঁচুটি ও চুলকানি হতে পারে। বাতাসের জলীয় কণাকে ভর করে ভেসে বেড়ায় অনেক ভাইরাস, যার মধ্যে অ্যাডিনো ভাইরাস একটি। এটি চোখে সংক্রমণ ঘটায়। কর্নিয়ায় ছোট ছোট দানা তৈরি হয়। ফলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে। তা ছাড়া শীতে ড্রাই আইসের সমস্যা বাড়ে।

করণীয়- বায়ুদূষণের এ সময় বাইরে বেরোলে সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। এমন রোদচশমা বেছে নিন, যাতে চোখের পাশ, বাইরের দিক ঢাকা থাকে। ধুলাবালু এড়িয়ে চলতে হবে। খুব বেশি ভিড়ে না যাওয়াই ভালো। বারবার হাত দিয়ে কচলাবেন না। এতে হাতের ময়লা চোখে গিয়ে ক্ষতি যেমন হয়, তেমন চোখের রক্তজালিকা ছিঁড়ে গিয়ে বিপদ বাড়তে পারে। চোখ ফুলে ব্যথা হলে গরম সেঁক দিন। তাপ লাগলে সেখানকার রক্তনালির প্রসারণ হবে, রক্ত সঞ্চালন ভালো হবে। যদি রক্ত জমাট বেঁধে থাকে, ধীরে ধীরে সেরে যাবে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হলেই ফোলা ভাব কমবে। যন্ত্রণাও অনেক কমবে। ড্রাই আইসের সমস্যা হলে আই ড্রপ দিতে পারেন। কী ধরনের ড্রপ দেবেন, চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেবেন। একটানা মুঠোফোন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের পর্দায় চোখ রাখবেন না। চোখকে বিশ্রাম দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে মেনে চলতে পারেন ২০-২০-২০ নিয়ম। এ নিয়ম অনুসারে ২০ মিনিট পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকার পর অন্তত ২০ সেকেন্ড ২০ ফুট দূরের কোনো বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি বারবার চোখের পলক ফেলাও জরুরি। পর্যাপ্ত পানি পান করুন। শরীর যেন ডিহাইড্রেডেট না হয়। জল পানের পাশাপাশি গরম স্যুপ, ডিটক্স পানীয় খেতে পারেন। এ ছাড়া ভিটামিন এ, সি, ই, জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। খেতে হবে সবুজ শাকসবজি, মৌসুমি ফল, মাছ। ছোট মাছ চোখের জন্য খুবই উপকারী। ভিটামিন সি আছে, এমন ফল খান বেশি করে। তোয়ালে, বালিশ বা প্রসাধনী অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করবেন না। বিশেষ করে অন্যের ব্যবহার করা কাজল, মাসকারা, আইলাইনার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না। যদি মনে হয় চোখ কড়কড় করছে, চোখ থেকে আঠালো তরল বের হচ্ছে, তবে দেরি না করে চক্ষু চিকিৎসককে দেখান।

ভাপা নাকি চিতই পিঠা স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভালো

ভাপার চেয়ে চিতই পিঠার ক্যালরি মূল্য অনেক কমছবি: প্রথম আলো

শীতকালে সবচেয়ে সহজলভ্য পিঠা হলো ভাপা আর চিতই। রাস্তার ধারের দোকানগুলো থেকেও এই দুই পিঠা কিনে খেতে পারেন। অধিক তাপে তৈরি হয় বলে এই দুই পিঠা থেকে জীবাণু সংক্রমণ হয় না বললেই চলে।

চিতই পিঠায় শুধু চালের গুঁড়ার পুষ্টিগুণ পাওয়া যায়। আর ভাপা পিঠায় চালের গুঁড়াসহ গুড় ও নারকেলের পুষ্টিগুণ মিলবে। তাই চিতই পিঠা অপেক্ষা ভাপা পিঠার পুষ্টিগুণ বেশি। তবে ক্যালরি মূল্যে হিসাব করলে ভাপার চেয়ে চিতই পিঠার ক্যালরি মূল্য অনেক কম। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণ ও হজমের সুবিধার জন্য চিতই পিঠা খাওয়া ভালো। শুধু স্থূলতার জন্যই নয়, ডায়াবেটিস ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ভাপা পিঠা বেশি খেলে রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যাঁরা কিডনির জটিলতায় ভুগছেন, তাঁরা ভাপা পিঠা খেতে চাইলে ক্লিনিক্যাল প্যারামিটারগুলো জেনে ও বুঝে খাবেন, যেমন শরীরে পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম এসবের বর্তমান অবস্থা বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে।

ভাপা পিঠা- ভাপা পিঠা প্রধানত চালের গুঁড়া ও মিষ্টি গুড় দিয়ে তৈরি হয়। স্বাদ আরও বাড়াতে নারকেল কোরা ব্যবহার করা হয়। সব মিলিয়ে একটি ভাপা পিঠায় কমপক্ষে প্রায় ৬০০ ক্যালরি থাকে। চালের গুঁড়া এ পিঠার মূল উপাদান। এতে প্রায় ৯০ শতাংশ শর্করা, ২ শতাংশ প্রোটিন ও চর্বি থাকে। ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন ইত্যাদি ভালো উৎস হিসেবেও আতপ বা সাদা চালের গুঁড়া কাজ করে। ভাপা পিঠাকে মিষ্টি করার জন্য খেজুরের গুড় দেওয়া হয়। খেজুরের গুড়ে রয়েছে অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট ও খনিজ পদার্থ (আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি), যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। রক্তস্বল্পতা, বাতের ব্যথা, হজমের সমস্যা ও ঠান্ডা কাশি উপশমে সাহায্য করে। ভাপা পিঠায় ব্যবহৃত নারকেলে ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক, অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট ও পলিফেনলস থাকে, যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এর সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম শরীরে জলীয় ভারসাম্য ঠিক রাখে। চিতই পিঠা- সাধারণত চিতই পিঠা আতপ চালের গুঁড়া থেকেই তৈরি হয়। যে কারণে এতে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে। চালের গুঁড়া দ্রুত হজমে সাহায্য করে এবং তাড়াতাড়ি পেট ভরায়। এ ছাড়া চালের গুঁড়া থেকে ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন পাওয়া যায়। সামান্য পরিমাণে অন্যান্য উপাদানও থাকে। চিতই পিঠার ক্যালরি মূল্য ভাপার চেয়ে কম। তবে চিতই পিঠা মিষ্টি গুড় বা চিনি সহযোগে দুধে ডুবিয়ে খেলে ক্যালরি মূল্য বেড়ে যায়। চিতই পিঠা ঝালজাতীয় বিভিন্ন ভর্তা দিয়ে খাওয়া হয়, যেমন শুঁটকি, ধনেপাতা, শর্ষে ভর্তা ইত্যাদি। এতেও ক্যালরি বাড়ে।

বুধবার আগরতলায় পালার ব্যবস্থার উপর একদিনের কর্মশালার আয়োতিজ হয়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে একাধিক খেলোয়াড়ের চোট, জেরবার নামি দলগুলো

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে চোটে বিপর্যস্ত দলগুলো। চোটের মিছিল দিনে দিনে বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের নাম রয়েছে এই তালিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকার নরকিয়া, জেরাল্ড কোয়েৎজি মিলার ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন প্রথম দিকেই। একই কথা প্রযোজ্য পাকিস্তানের হারিস রউফ , সাইম আইয়ুব।

ভারতের জসপ্রীত বুমরাহ পিঠের নিচের অংশের ইনজুরির কারণে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে ছিটকে গেছেন। প্রাথমিক দলে নাম থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় বোলার জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হন, যার ফলে বিসিসিআই বুমরাহর পরিবর্তে হর্ষিত রানাকে ঘোষণা করে। আর বুমরাহর চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে না যাওয়া ভারতের কাছে বিশাল ক্ষতি।

এদিকে আহতের তালিকায় অস্ট্রেলিয়া অনেক এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার দুই সিনিয়র পেসার প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজেলউডকে পাওয়া হচ্ছে না গ্লোবাল এই টুর্নামেন্টে। এই খবর কয়েকদিন আগের। এরপর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ালেন মিচেল স্টার্ক। আরও স্টার্ক এর সরে যাওয়াটা একটা বড় ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার কাছে। স্টার্কের ব্যক্তিগত কারণের বিস্তারিত জানা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার পেসত্রয়ীর আগেই চোটের কারণে ছিটকে গেছেন মিচেল মার্শ। এর ওপর আচমকা অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কাস স্টয়নিস।

তারপর শ্রীলংকার বিরুদ্ধে অসাধারণ বোলিংয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই বাঁ-হাতি স্পিনার ম্যাথু কুনেমান তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। এসবের মাঝে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার দল এখন টালমাটাল।

দুদিন আগে চোটের তালিকায় নাম লেখালেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার জ্যাকব বেথেল। ভারতে এসে ওয়ানডে সিরিজের ২য় ম্যাচটা তিনি খেলতে পারেননি বাম পায়ের হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে। ইংলিশ অধিনায়ক জশ বাটলার জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলা হচ্ছে না তাঁর। এটা সত্যিই বেশ হতাশাজনক।

শুক্রবার অ্যাঞ্জেল ফ্যাবিয়ান ডি মারিয়ার জন্মদিন

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অ্যাঞ্জেল ফ্যাবিয়ান ডি মারিয়া। আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তির জন্ম ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। তিনি একজন আর্জেন্টাইন পেশাদার ফুটবলার। তিনি প্রাইমিরা লিগা ক্লাব বেনফিকার হয়ে রাইট উইঙ্গার বা আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে খেলেন। তিনি তাঁর কৌশল এবং দ্রুত গতির জন্য পরিচিত। ডি মারিয়া সর্বকালের সেরা আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়দের একজন এবং খেলার ইতিহাসের সেরা উইঙ্গারদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ডি মারিয়া তাঁর কেরিয়ার রোজারিও সেন্ট্রালের সঙ্গে শুরু করার পর ২০০৭ সালে ১৯ বছর বয়সে বেনফিকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন এবং এরপর থেকে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বেনফিকাকে প্রথম প্রাইমিরা লিগা জিততে সাহায্য করেছিলেন। ২০১০ সালে ডি মারিয়া ২৫ মিলিয়ন ইউরোর ট্রান্সফারে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে চলে আসেন, যেখানে তিনি ২০১১-১২ লা লিগা শিরোপা এবং ২০১৩-১৪ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিলেন। তিনি ২০১৪ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে ৫৯.৭ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যে একটি রেকর্ড চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। এক বছর পর তিনি প্যারিস সেন্ট-জার্মেইতে যোগ দেন। ফ্রান্সে, ডি মারিয়া ৫ টি লিগ শিরোপা, ৫টি কুপ ডি ফ্রান্স এবং ৪টি কুপ ডি লা লিগ জিতেছেন এবং ২০২০ সালে পিএসজিকে প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি পিএসজিতে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন এবং অ্যাসিস্টে সর্বকালের শীর্ষ এ থাকেন। তিনি ২০২২ সালে ইতালীয় দল জুভেন্টাসে যোগ দেন, ২০২৩ সালে বেনফিকায় ফিরে আসেন।

২০০৭ সালে ডি মারিয়া আন্তর্জাতিকভাবে আর্জেন্টিনার হয়ে অভিষেক করেন। অনূর্ধ-২০ দলের হয়ে খেলে ২০০৭ ফিফা অনূর্ধ-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। ২০০৮ সালের অলিম্পিক গেমসে ডি মারিয়া ফাইনালে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে জয়সূচক গোল করে আর্জেন্টিনাকে ফুটবলে টানা দ্বিতীয় অলিম্পিক স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিলেন। একই বছর, ২০০৮ সালে, ২০ বছর বয়সে, আর্জেন্টিনার হয়ে তাঁর সিনিয়রের অভিষেক হয় এবং ১৪৫টি ক্যাপ অর্জন করেন, যার মধ্যে ১০ টি বড় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণও ছিল। তিনি আর্জেন্টিনার হয়ে ৪ টি ফিফা বিশ্বকাপে অংশ নেন। ২০১৪ সালে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে পৌঁছাতে এবং ২০২২ সালে আর্জেন্টিনাকে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ে সহায়তা করেন এবং ফাইনালে গোল করেন। তাছাড়া, ডি মারিয়া আর্জেন্টিনার হয়ে ৪ টি কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠেছিলেন এবং দুটিতে জিতেছিল আর্জেন্টিনান ২০২১ সালের ফাইনালে তিনিই একমাত্র গোল করেছিলেন যা ২৮ বছরের মধ্যে আর্জেন্টিনাকে প্রথম ট্রফি এনে দিয়েছিল। ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকার ফাইনাল জেতার পর তিনি জাতীয় দল থেকে অবসর নেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগ : শেষ ষোলোর পথে পিএসজি

প্যারিস, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চ্যাম্পিয়নস লিগে প্লে-অফের প্রথম লেগে ব্রেস্তকে তাঁদেরই মাঠে মঙ্গলবার রাতে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লুইস এনরিকের দল পিএসজি শেষ ষোলোর পথে এগিয়ে গেল। মরসুমের দ্বিতীয়ভাগে এসে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা উসমান দেম্বেলেকে আটকাতে ব্যর্থ হল ব্রেস্ত। এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের জোড়া গোলেই বড় ব্যবধানে জিতল পিএসজি।

২১ মিনিটে ব্রেস্তের ডি-বক্সে তাঁদের মিডফিল্ডার লেস-মেলুর হাতে বল লাগলে পেনাল্টি পায় পিএসজি। সেই স্পট কিক থেকে দলকে এগিয়ে দেন ভিতিনিয়া। বিরতির একটু আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করে পিএসজির দেম্বেলে। আশরাফ হাকিমির পাস ধরে দ্রুত আক্রমণে উঠে ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে নিচু শটে গোল করেন তিনি।

শিয়ালদহে লোকাল ট্রেনে আগুনের ফুলকি! প্রভাব পড়েনি পরিষেবায়

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঘড়ির কাঁটায় ভোর তখন ৪.০৮ মিনিট। শিয়ালদহ স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটি খালি লোকাল ট্রেন। যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখনই আচমকা আগুন! আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রেলকর্মীরা। জানা গিয়েছে, ওই লোকালের প্রথম কামরার উপরের প্যান্টোগ্রাফ, ওভারহেডের তারে স্পর্শ করতেই আগুনের ফুলকি দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। যদিও কামরায় কোনও যাত্রী ছিলেন না।

৪টে ১১ মিনিটে ওই রেকটিকে কারসেডে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বদলে নতুন রেক নিয়ে আসা হয়। কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি।

কৃষ্ণনগরে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে ধস, বন্ধ যান চলাচল

নদিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে ধসের জেরে বন্ধ যান চলাচল। জানা গেছে, কৃষ্ণনগরে ১২ নং জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে বড়সড় ধস নামে। এর ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। জানা যাচ্ছে, কৃষ্ণনগরের পিডব্লুডি মোড়ের কাছে জলঙ্গি নদীর উপর নির্মিত দ্বিজেন্দ্র সেতুতে ওঠার ঠিক আগেই সার্ভিস রোডে ধস নামে। ফলে কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরগামী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে অন্য লেন দিয়ে যান চলাচল করানো হচ্ছে।

বাহাদুরগড়ে মন্দিরে উদ্ধার অর্ধদগ্ধ দেহ

ঝাজ্জর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলার বাহাদুরগড়ে বুধবার সকালে কবীর বস্তি এলাকার শিব পার্বতী হনুমান মন্দিরে এক যুবকের আধপোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বলে ধারণা পুলিশের। তাদের সন্দেহ, যুবককে অন্য কোথাও হত্যা করে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে এনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফরেনসিক দল তদন্ত শুরু করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

মহাকুম্ভ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, বিহারে মৃত্যু দুই মহিলা পুণ্যার্থীর

রোহতাস, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে বাড়ি ফেরা আর হল না, বিহারের রোহতাস জেলার সাসারামে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই মহিলা পুণ্যার্থী। এছাড়াও দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে ফিরছিলেন একদল পুণ্যার্থী।

বুধবার সকালে রোহতাস জেলার সাসারামে ঘোরঘাট গ্রামের কাছে জাতীয় সড়কের ওপর একটি ট্রাক এবং একটি বোলেরোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় দুই মহিলা ভক্তের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলোচনাতেও জট কাটলো না, ম্যাকাউটে এখনও অচলাবস্থা কাটেনি

নদিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নদিয়ার হরিণঘাটার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (ম্যাকাউট)-তে ছাত্রী মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনও অচলাবস্থা কাটেনি। মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেও জট কাটলো না। ক্যাম্পাসের বুধবারের সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়।

ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকেই অচলাবস্থা রয়েছে ম্যাকাউটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের ভিতরে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী কিংবা পড়ুয়া, কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বুধবারের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রেজিস্টারের পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ চলছে ম্যাকাউটে।

রায়মঙ্গল নদীতে ধরা পড়ল ৭৫ কেজি ওজনের শঙ্কর মাছ! বিক্রি ৩০ হাজারে

বসিরহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়ল ৭৫ কিলোগ্রাম ওজনের শঙ্কর মাছ! বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদী থেকে ধরা পড়েছে মাছটি। মৎস্যজীবী প্রদীপ হালদারের জালে ধরা পড়ে এই বিশাল আকারের শঙ্কর মাছ।

গত তিনদিন আগেও একটি বড় শঙ্কর মাছ ধরা পড়েছিল রায়মঙ্গল নদী থেকে। কিন্তু এদিনের মাছটির মতো ছিল না সেটি। এই ধরনের মাছ দেখে সকলেই হতবাক। মৎস্যজীবী প্রদীপ হালদার শঙ্কর মাছটি নিয়ে গিয়েছিলেন বাঁকড়া মৎস্য বাজারে। সেখানে মাছটিকে দেখতে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে শঙ্কর মাছটি।

ট্রেনের ১০ দফা দাবি নিয়ে এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট)-এর দাবিপত্র

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ট্রেনের ১০ দফা দাবি নিয়ে এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট) বুধবার একটি দাবিপত্র পেশ করল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে।

দাবিগুলো হল

১। রেলের সময় সারণি মেনে সমস্ত ট্রেন চালাতে হবে।

২। আগাম ঘোষণা না করে, গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া হঠাৎ করে কোন ট্রেন বাতিল করা চলবে না।

৩। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্রয়োজনীয় চরিত্র না পাল্টে কেবল এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা লাগিয়ে বর্ধিত ভাড়া আদায় বন্ধ করতে হবে।

৪। রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণের যাবতীয় পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৫। যাত্রী সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনে নিঃশুল্ক পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। বেলদা, বালিচক, পাঁশকুড়া প্রভৃতি রেলস্টেশনের কাছাকাছি জনবহুল এলাকার রেল গেট / লেভেল ক্রসিংগুলির উপর দিয়ে অবিলম্বে ফ্লাই-ওভার (রোড ওভার ব্রিজ) বা রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে।

৭। বেলদা-দিঘা নতুন রেল লাইন স্থাপন করতে হবে।

৮। ঝাড়গ্রাম, হলদিয়া বা দিঘা থেকে খড়গপুর / হাওড়ার সাথে সংযোগকারী ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ৯। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির দু'দিকে বুকিং কাউন্টার এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফ এবং/অথবা এস্কেলেটারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। লোকাল ট্রেনের ভেতরের ডিসপ্লে বোর্ডে এবং মাইকে সেই ট্রেনের বিভিন্ন অবস্থানের / পরবর্তী যে স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে তার সংবাদ ভেতরের যাত্রীদের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, যাত্রী সুবিধার্থে সমস্ত ট্রেনে তার পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে। এই দাবিসমূহ নিয়ে বুধবার এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে পূর্বতন সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডলের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল এই স্মারকলপি দেয়। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জৈমিনি বর্মন, গৌরীশঙ্কর দাস, কনিকা ধাড়া ও সুনীল জানা।

জেনারেল ম্যানেজার সময় সারণী মেনে ট্রেন না চালানোর পেছনে কতকগুলি বাস্তব সমস্যার দিক তুলে ধরেন। এগুলি সমাধানে তিনি যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন সেগুলি ব্যাখ্যা করে তার রূপায়ণে যাত্রী সাধারণ সহ সমস্ত মানুষের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। তিনি অন্যান্য দাবিগুলিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

ছত্তিশগড়ে বহুতল থেকে ঝাঁপ যুবকের, মৃত্যু

রায়পুর ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রায়পুরের তেলিবাঁধা থানার অন্তর্গত ভিআইপি রোডে অবস্থিত বেবিলন টাওয়ার নামক এক বহুতলের ৭ তলা থেকে বুধবার দুপুরে এক যুবক ঝাঁপ দেয়। তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতের পকেট থেকে একটি আধার কার্ড পাওয়া গেছে। জানা গেছে, তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অধীনে কাজ করতেন। আত্মহত্যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

প্রণব পুত্রের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন, অভিজিৎ বললেন আগে ভুল করেছি

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আবারও কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রায় ৪ বছরের ব্যবধানে ফের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন প্রণব-পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের। বুধবার রাজ্য কংগ্রেসের সদর দফতরে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দিলেন তিনি। পুরনো দলে ফিরে অভিজিতের বক্তব্য, আগে ভুল করেছি।

২০২১ সালের ৫ জুলাই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অভিজিৎ। সেই সময় বলেছিলেন তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান। কিন্তু রাজ্যের শাসকদলও সেভাবে ব্যবহার করেনি তাঁকে। অভিজিৎকে লোকসভা বা বিধানসভা কোনও নির্বাচনেই প্রার্থী করা হয়নি। বস্তুত গত ৩ বছর তৃণমূলেও সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি অভিজিৎবাবুকে। গত কয়েক মাস তৃণমূলে যোগ নিয়েও তাঁর আক্ষেপ তৈরি হয়। কাজের সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না বলে জানান। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই আনুষ্ঠানিক ভাবে হাত শিবিরে ফিরলেন অভিজিৎবাবু।

কংগ্রেসে পুনরায় যোগদানের বিষয়ে অভিজিৎ বলেছেন, 'আমি যখন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম, আমার একটি সরকারি চাকরি ছিল। কিন্তু আমি ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, নলহাটি আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য, যেটি আমার দাদুর ছিল। কংগ্রেস ৪৪ বছর ধরে সেই আসনটি পেতে পারেনি, তবে আমি সেই আসন পেয়েছি। একজন কংগ্রেসি কংগ্রেসেই ফিরে আসবে, এটা স্বাভাবিক... কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়াটা একটা ভুল ছিল। আমি এটার জন্য দুঃখিত।'

মাঘী পূর্ণিমায় হুগলির ত্রিবেণীতে পুণ্যস্নান সুকান্ত মজুমদারের

হুগলি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী ত্রিবেণীতে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে সেখানে। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে বুধবার ভোর থেকেই শাহী স্নান করেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও এদিন হুগলির ত্রিবেণীতে পুণ্যস্নান করেন। তারপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পুণ্যস্নানের একটি ভিডিও শেয়ার করে লেখেন, 'মাঘী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে "দক্ষিণ প্রয়াগ" - নামে পরিচিত হুগলীর ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। হর হর মহাদেব!'

উল্লেখ্য, ত্রিবেণীতে তিন দিন ধরে চলবে এই মহোৎসব। ত্রিবেণী কুম্ভমেলার চতুর্থ বর্ষের সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার। এখানে আয়োজন করা হয়েছে নগরকীর্তন, শক্তিপীঠ পরিক্রমা, রুদ্র অভিষেক, রুদ্র মহাযজ্ঞ, শিব সহস্র নাম, সাধু প্রবচন ও ধর্মসভার। সপ্তর্ষি ঘাটে সন্ধেয় হবে গঙ্গা আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মাঘী পূর্ণিমায় মাথায় ত্রিবেণীর জল দিলেন তারকা সাংসদ রচনা ব্যানার্জি

হুগলি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী ত্রিবেণীতে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে সেখানে। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে বুধবার ভোর থেকেই শাহী স্নান করেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী। বুধবার হুগলির ত্রিবেণীর কুম্ভমেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন তারকা সাংসদ রচনা ব্যানার্জিও। মাঘী পূর্ণিমায় ত্রিবেণীতে মাথায় জল ছিটিয়ে তারকা সাংসদ বলেন, মহাকুম্ভে স্নান করেছি তাই এখানে মাথায় জল ছিটিয়ে নিলাম। তিনি এও বলেন, ত্রিবেণী কুম্ভমেলার ব্যবস্থা ভাল। সব দফতর মিলে একসঙ্গে কাজ করেছে। তবে ঘাটগুলোর একটু সংস্কারের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ত্রিবেণীতে তিন দিন ধরে চলবে এই মহোৎসব। ত্রিবেণী কুম্ভমেলার চতুর্থ বর্ষের সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার। এখানে আয়োজন করা হয়েছে নগরকীর্তন, শক্তিপীঠ পরিক্রমা, রুদ্র অভিষেক, রুদ্র মহাযজ্ঞ, শিব সহস্র নাম, সাধু প্রবচন ও ধর্মসভার। সপ্তর্ষি ঘাটে সন্ধেয় হবে গঙ্গা আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

দল্লিতে এএপি ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হলে ফল ভিন্ন হতে পারত : ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (এএপি) ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হলে ফলাফল ভিন্ন হতে পারত। তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। বুধবার ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, উন্মাদনা (ইন্ডি জোট) এখনও একই রকম রয়েছে, কিন্তু আমরা দিল্লিতে কিছু ভুল করেছি। দিল্লিতে এএপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে যদি একটি সমঝোতা হত, ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। আমাদের সমস্ত নেতাদের বৈঠকে এই সব নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, এই বিষয়টি বহু বছর ধরে ঝুলে আছে। মানুষ কী মনে করে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিলে সন্ত্রাসবাদের অবসান হবে? গতকালই আমাদের একজন সৈন্য শহীদ হয়েছেন। শুধুমাত্র শান্তিই এখানে কিছু করতে পারে।

টোটো চালকদের জন্য নতুন নির্দেশিকা বিধাননগর কমিশনারেটের

বিধাননগর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিউটাউনে ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ-খুনে টোটো চালকের গ্রেফতারির পর টনক নড়ল পুলিশের। টোটো চালকদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল বিধাননগর কমিশনারেট। রাস্তায় টোটো নামানোর আগে চালকদের নাম, ঠিকানা-সহ তথ্যপঞ্জি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট থানায়। টোটোগুলির পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে, পুলিশের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট মিললে তবেই চালানো যাবে টোটো।

জানা গেছে, বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টোটো চলাচল করে। এই সমস্ত চালকদের কোনও তথ্য এতদিন পুলিশের কাছে ছিল না। আর তাই রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিটি টোটোচালকদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে অনলাইনে টোটোচালকদের আধার নম্বর, ইমেল আইডি নাম দিয়ে নথিভুক্ত করতে হবে।

শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে 'খুন' করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ, বাগনানে ধৃত স্বামী

বাগনান, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাওড়া জেলার বাগনানে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানার রামচন্দ্রপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম নার্গিস পারভিন (২২)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগনানের খাজুরনান গ্রামের বাসিন্দা নার্গিস পারভিন ডিভোর্সের পর ওই গ্রামেরই আজাদ খান নামের এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে করেন। যদিও আজাদের পরিবার এই সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে চায়নি। সেই বিষয় নিয়ে বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল আজাদের।

মঙ্গলবার আরামবাগে মামার বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিল নার্গিস। সেখান থেকে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে আজাদ। অভিযোগ এরপরেই আজাদ, নার্গিসকে বেধড়ক মারধর করে। তারপরেই নার্গিসের শ্বাসরোধ করে খুন করে ও দেহ খাল পাড়ে পুঁতে দিতে যায় বলে অভিযোগ। যদিও মৃতদেহ মাটিতে পোঁতার সময়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তা দেখে ফেলে। তারপরে আজাদকে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয়রাই। বাগনান থানায় খবর দেন স্থানীয়রাই। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্ত আজাদ খানকে গ্রেফতার করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়ায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে পুলিশ।

দিল্লিতে কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ৩০ শতাংশ, আশাবাদী শচীন পাইলট

জয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল হয়নি কংগ্রেসের। ৭০টি আসনের মধ্যে একটিতেও খাতা খুলতে পারেনি হাত শিবির। তবে, কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী, দিল্লিতে কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট বলেছেন, 'দিল্লিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, আমাদের দলের পারফরম্যান্স ভালো ছিল না।আমাদের সরকার (কংগ্রেস) দিল্লিতে টানা ৩ বার ক্ষমতায় ছিল এবং কয়েক দশক ধরে সেখানে আমাদের বিশাল সমর্থন ছিল।'

শচীন পাইলট আরও বলেছেন, সেখানে (দিল্লিতে) রাজ্য সরকারের পরিবর্তন হয়েছে এবং এএপি নির্বাচনে হেরেছে। আমরা আমাদের পুরানো অবস্থান পুনর্গঠনের জন্য দিল্লিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি এবং আমাদের ভোটের হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

মধ্যপ্রদেশে গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় কৃষকের দেহ উদ্ধার

ভোপাল, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভোপালের ইটখেড়ি এলাকায় এক কৃষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম তখত সিং জাট (৩৬) , যিনি রায়পুরের বাসিন্দা এবং পেশায় কৃষক।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত তিন মাস ধরে মানসিক চাপে ভুগছিলেন তিনি এবং তাঁর চিকিৎসা চলছিল। মঙ্গলবার তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে তার আগেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার রাতে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মার্সেই শহরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর, কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা পালন

মার্সে, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফ্রান্সের মার্সে শহরে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁও। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ মার্সেইয়ের মাজারগুয়েস ওয়ার সমাধিস্থলে বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রাণ হারানো ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কিছু সময়ের জন্য নীরবতা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। এরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ যৌথভাবে মার্সেইলে ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধন করেছেন। ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়রা, তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

রক্তাক্ত মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

গোমতী ভিলেজের গৌয়িনং পাড়া ব্রু শরণার্থী ক্যাম্পের পাশে সানীয়রা এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। সাথে সাথে স্থানীয়রা নতুনবাজার থানায় খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশী তদন্তে জানা গিয়েছে ওই পাড়ার বাসিন্দা মনকিমা রিয়াংয়ের (২৯) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এদিকে, মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, তার স্বামীকে খুন করা হয়েছে। কারণ, গতকাল কাজ সেরে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। আজ সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন ৩ জনকে পুলিশ আটক করে নতুন বাজার থানার নিয়ে গেছে।

আহত ২

● প্রথম পাতার পর

ইসলাম ঢাকার বাড়ি যাওয়ার পথে মূল সড়ক থেকে বাক নিয়ে ঢাকার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জ থেকে দ্রুতগতিতে আসা টট্র০১৬৩৪৮২ নম্বরের একটি কমান্ডার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বাইকে ধাক্কা মারে এবং সেই ধাক্কার প্রভাবে রাস্তার পাশে একটি অটো গাড়ি সহ পথচারী মরণী সাহা নামে এক মহিলাকে ধাক্কা মারে। ঘটনার ফলে পথচারী মহিলা আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

এদিকে, বিশালগড় থানার পুলিশ কমান্ডার গাড়িসহ চালককে আটক করে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক উদ্ধার করে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

মালদায় মহিলার কাছ থেকে মিলল মাদক গ্রেফতার করল পুলিশ

মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি মোড় থেকে মাদক-সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে ইংলিশবাজার থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিভিন্ন বাসে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশি চালিয়ে ওই মহিলার ব্যাগ থেকে মাদক উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।মাদক উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে ওই মাদক কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল, মহিলার নাম কি, সব কিছু জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

চ্যাম্পিয়নস লিগ : সিটির মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের নাটকীয় জয়

ম্যানচেস্টার, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে প্লে-অফের প্রথম লেগে ৩-২ গোলে জিতেছে রিয়াল।

ম্যাচের ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু শেষ ৬ মিনিটে পাল্টে গেল ম্যাচের চিত্র। এই সময়ের মধ্যে দু"দুবার ম্যান সিটির জালে বল পাঠিয়ে রোমাঞ্চকর জয় পেল কার্লো আনচেলত্তির দল রিয়াল। এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় যাওয়ার লড়াইয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

১৯ মিনিটে আর্লিং হলান্ড সিটিকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে সমতা ফেরান কিলিয়ান এমবাপে।এই মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এমবাপের গোল হয়ে গেল ২৪টি। ৮০ মিনিটে হলান্ডের সফল স্পট-কিকে আবার এগিয়ে যায় সিটি।ফোডেনকে বক্সে সেবাইয়োস ফাউল করলে পেনাল্টি পায় সিটি। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৪৮ ম্যাচে নরওয়ের তারকা হলান্ডের গোল হলো ৪৯টি।৮৪ মিনিটে রদ্রিগোর বদলি নামেন ব্রাহিম। নামার এক মিনিট পরই গোল করে রিয়ালকে সমতায় ফেরান তিনি। আর এই গোলের পর ৩ মিনিট যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে রিয়ালকে ৩-২ গোলে জয় এনে দেন বেলিংহ্যাম। ফিরতি লেগ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কোন বিকল্প নেই। তিনি আমাদের হিরা মডেল দিয়েছেন। রাজ্যে ৬টি জাতীয় সড়ক দেওয়া হয়েছে। এরফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন আগের চাইতে অনেক গুণ উন্নত হয়েছে। বিগত সংসদ নির্বাচনে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার সফর করতে হয়েছে আমাকে। এরমধ্যে ৬ হাজার কিলোমিটার সড়ক পথে এবং বাকি রাস্তা রেলে সফর করি। আগে ধর্মনগর যেতে হলে ৫/৬ ঘণ্টা সময় লাগতো। আর এখন দুই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর জন্য। আমাদের রাজ্যে এখন দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিষেবা রয়েছে। রেল পরিষেবারও উন্নতি হয়েছে। রেলের আধুনিকীকরণের জন্য আর্থিক সহায়তা করছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় প্রায় ১২টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে সারা উত্তর পূর্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার জন্যও মৌ হয়েছে। কিছুদিন আগে এটিটিএফ ও এনএলএফটি বৈরী গোষ্ঠীর সঙ্গে দিল্লিতে মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পন করে মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন। এখন ত্রিপুরা উগ্রপন্থা মুক্ত রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আগে কমিউনিস্টদের সময়ে একটা অরাজক পরিস্থিতি ছিল গোটা রাজ্যে। সমস্ত কলেজ, ক্লাব, পাড়ায় পাড়ায় যে উশৃঙ্খল পরিবেশ ছিল সেটা ভুলে গেলে চলবে না। আমরা দেখতাম নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস, নির্বাচনের সময়ে সন্ত্রাস। এই মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল। নির্বাচনের পরে গোটা রাজ্যে ফায়ার সার্ভিসের ইঞ্জিনের আওয়াজ আমরা শুনতে পেতাম। আর এখন রাজ্যে একটা সুস্থির পরিবেশ ও শান্তির পরিবেশ এসেছে। আমি মন্ত্রী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি এবং পার্টির সকলকে বলি যে এতদিন ধরে আমরা যে সংস্কৃতি দেখে এসেছি সেটা যাতে ফিরে না আসে। আমরা মানুষের অধিকারের জন্য কাজ করবো। প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের যে শিখিয়েছেন সেভাবেই আমরা কাজ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য, কৃষি, পর্যটন, ক্রীড়া সহ সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা। আমরা চাই ত্রিপুরায় একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে। ২০১৪তে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই সুযোগ তৈরি হয়েছে। এরআগে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে দেশ টিকবে কি টিকবে না সেটা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমাদের সৈনিকদের গলা কেটে ফেলে দিয়ে যেত পাকিস্তানের হার্মাদ বাহিনী। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঘরে ঢুকে যেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে এর পর থেকে আর শব্দ নেই।

ডাঃ সাহা বলেন, প্রতিটি রাজ্য উন্নত হলে দেশও উন্নত হবে। ত্রিপুরাতে বিরোধীরা প্রায় বলে এখানে আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা। তাই আমি তথ্য দিয়ে বলি যে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। তাহলে কোথায় আইন শৃঙ্খলার সমস্যা ? আমরা দেখেছি আমাদের জাতি জনজাতির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চক্রান্ত করা হয়েছে। যেমন গন্ডাতুইসার ঘটনা। আমি নিজে সেখানে গিয়েছি এবং তিনদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। একইভাবে কুর্তি কদমতলাতেও এমন ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল।

ডাঃ সাহা বলেন, মা বোনেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কিভাবে আরো করা যায় সেই ভাবনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ধাঁচে ত্রিপুরাতে একমাত্র রাজ্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হয়। কিছুদিন আগে জেআরবিটির মাধ্যমে চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। এরআগে গ্রুপ সি পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে এসব চাকরি দেওয়া হয়েছে। অথচ আগে চাকরি দেওয়ার সাথে সাথে আদালতে মামলা হতো। ২০১৮ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজারের অধিক সরকারি চাকরি প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যুবদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেও কাজ করছে সরকার। এমএসএমই'র মধ্যে এখন পর্যন্ত ২.১ লাখ যুবরা যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা নামে বিজনেস সামিটে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। রাজ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে একটা ফাইভ স্টার হেরিটেজ হোটেল গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে হয়তো মৌ হয়ে যাবে। সারা দেশে এধরণের হোটেল ৬টা রয়েছে। এজন্য টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানিক্য রাজ বংশের ইতিহাস সারা পৃথিবী জানতে পারবে। এধরণের হোটেল গড়ে উঠলে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। আমরা চেষ্টা করছি ত্রিপুরাকে কিভাবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, পরিবহন দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, পরিবহন দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

কাটলেন অধিকর্তা

● প্রথম পাতার পর

প্রমাণ করলো অধিকর্তার সেই ঘোষণা কোনো ফাঁকা আওয়াজ ছিলো না। এই আকস্মিক পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য অবশ্যই আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা। এছাড়াও 'নিপুণ ত্রিপুরা' প্রকল্পের বাস্তবায়ন, প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্পের অগ্রগতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, বিদ্যালয়গুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয় সরেজমিনে খতিয়ে দেখা এবং পর্যালোচনা করাও এইসব আকস্মিক পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পরিদর্শনের পর দায়িত্বে অবহেলা জন্য ১জন বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ ২২ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। তারচেয়েও উল্লেখযোগ্য, সুরদু করকরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষকের একদিনের বেতন কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও এন. সি. শর্মার নেতৃত্বে উত্তর ত্রিপুরা, উনকোটি, ধলাই, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতেও এমন চমকপ্রদ এবং আকস্মিকভাবে পরিদর্শন হয়েছে। সূত্রের খবর, এবার পশ্চিম ত্রিপুরা ও খোয়াই ছাড়া অন্য কোনো জেলাকে লক্ষ্য করে পরবর্তী অভিযান পরিকল্পিত হচ্ছে। গত পরিদর্শনের মতো এবারও খোয়াই জেলায় পরিদর্শন শেষে বুনিয়াদি ও মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা বারবার জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তার এই পদক্ষেপ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সামগ্রিক শৃঙ্খলাবোধ সুনিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো বিদ্যালয় পর্যায়ে কতটা সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে এই ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা।

অধিকর্তার অফিস থেকে আরও জানা গেছে যে এই আকস্মিক পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় কর্তব্যে অবহেলার কারণে তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থাই শুধু নয়, একইসঙ্গে যে সমস্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করেছেন বা করবেন, তাদেরকেও যথাযোগ্য ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

উদ্দেশ্যে বাপি

● প্রথম পাতার পর

নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান দীপক দাস, সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব লেখক অশোকানন্দ রায় বর্ধন এবং আমেরিকার প্রবাসী উজ্জল মজুমদার উপস্থিত থেকে যাত্রা শুভ সূচনা করেন।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে একটি বার্তার পাশাপাশি, মনোবিজ্ঞানকে প্রাথমিকস্তরে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্ব শান্তি সুরক্ষিত করার আহ্বান রেখে এ যাত্রার সুচনা হয়। এদিন সাব্রুম থানাতেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে বাপি দেবনাথকে।

মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্ন গঙ্গাসাগরে আস্থার ডুব দিলেন লক্ষাধিক পুন্যার্থী

গঙ্গাসাগর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গঙ্গাসাগর মেলার পর আবারও পুণ্য লাভের আশায় দুরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসে ভিড় জমিয়েছেন গঙ্গাসাগরে। মাঘী পুর্ণিমা উপলক্ষ্যে বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পুণ্যস্নান। পুণ্যস্নানের পর কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন ভক্তরা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নামানো হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। স্থলপথ ও জলপথে চলছে নজরদারি। পুণ্যস্থান ছেড়ে যাতে পুণ্যার্থীরা সুষ্ঠুভাবে বাড়ি ফিরতে পারে সেই দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন। পুন্যার্থীদের আশা ও যাওয়ার সুবিধার্থে বাড়ানো হয়েছে বাস ও ভেসেল। এছাড়াও ২টি বার্জ চলছে মুড়িগঙ্গা নদীতে। জন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পক্ষ থেকে পানীয় জল ও ভ্রাম্যমান শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। মেলা চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ এবং ৫, ও ৬ নম্বর স্নানের ঘাটে চলছে পুণ্যস্নান। আলোর রোশনায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে কপিল মুনির আশ্রম। রয়েছে প্রায় ১৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা, তিনটি যাত্রী নিবাস।

হিন্দু ক্যালেন্ডারের মাঘ মাসে পূর্ণিমা হওয়ার দিনটিকে মাঘী পূর্ণিমা বলা হয়। এই দিনটি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বীই পালন করেন। মাঘী পূর্ণিমার বিশেষত্ব এই দিনে ঋষি ও সন্ন্যাসীরা এক মাস ব্যাপী বিরত থাকার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই দিনে চাঁদের উপাসনা করা হয়। এই দিনে বুদ্ধ ও বিষ্ণু পূজা করা হয়। এই দিনে তীর্থ স্নান করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে উপবাস ও প্রার্থনা করলে জীবনের সমস্ত উদ্বেগ দূর হয়। তাই দূরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসে পুণ্য লাভের আশায় ডুব দিচ্ছে গঙ্গাসাগরে।

ক্যানিংয়ে হাসপাতালের সহকারি সুপারকে হুমকি !

ক্যানিং ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): হাসপাতালের অস্থায়ী সাফাই কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীরা ঠিকমত কাজ করছেন না বলে অভিযোগ উঠছিল। পাশাপাশি হাসপাতালের মাতৃমা ভবনের প্রসূতি বিভাগে বেআইনি ভাবে বহিরাগত মহিলারা ঢুকে আয়ার কাজ করছিল। এতে মা ও সদ্যোজাতের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই কারণে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারি সুপার সৌরভ কুমার দাস সোমবার কড়া বার্তা দেন। ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী সকলকে কাজ করতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি কোনও ভাবেই প্রসূতি বিভাগে যাতে বহিরাগত কেউই আয়া হিসেবে কাজ না করেন সেই নির্দেশ দেন। সহকারি সুপারের এই নির্দেশের পর সোমবারই অস্থায়ী সাফাই কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষীরা বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, এরপরেই স্থানীয় দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা তন্ময় দাস লোকজন নিয়ে গিয়ে সহকারী সুপারকে ধমকান। দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। হাসপাতালের সি সি টিভি ফুটেজে ধরা পড়ে সেই ধমকানো, হুমকির ছবি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, ক্যানিং —এর মহকুমা শাসক, এসডিপিও ক্যানিং-সহ ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সহকারি সুপার। যদিও ঘটনার পর থেকেই খোঁজ মিলছে না অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা তন্ময় দাসের, ফোনও ধরেননি। এসএমএসের উত্তরও দেননি। এদিকে মঙ্গলবার সকালেও হাসপাতালে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন সহকারি সুপার সৌরভ দাস। এদিন পুলিশি নিরাপত্তায় তিনি কাজে যোগ দেন। এখনও আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ উঠেছে তন্ময় একজন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হয়ে কীভাবে সব সময় হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে সেখানে দাদাগিরি করছেন। এর মাথায় বড় কোনও নেতার হাত রয়েছে বলেও দাবি অনেকের। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সর্দার বলেন, "এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।" যদিও রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদ সওকত মোল্লা বলেন, "যদি কোনও অন্যায় দলের কেউ করে থাকে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে দলগত ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে"। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক মুক্তি সাধন মাইতি বলেন, "একটা অভিযোগ পেয়েছি, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফের সক্রিয় ইডি, রেশন দুর্নীতি মামলায় হাওড়ার হানা তদন্তকারী সংস্থার

হাওড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় আবারও তৎপর প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। এই দুর্নীতি মামলার তদন্তে বুধবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযানে নেমে পড়েছেন ইডি-র আধিকারিকেরা। হাওড়ার অন্তত তিন জায়গায় হানা দিয়েছেন তাঁরা। নজরে রয়েছে ব্যবসায়ীদের বাড়ি এবং গুদামও।বুধবার সকালে ইডি-র একাধিক দল বেরিয়ে পড়ে কলকাতার দফতর থেকে। সকাল সকালই তাদের একটি দল পৌঁছে যায় হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের দক্ষিণ সন্তোষপুরে কৃষ্ণপদ মাল নামে এক ধান ব্যবসায়ীর বাড়িতে। অন্য একটি দল হানা দেয় তাঁর গুদামেও। এছাড়াও, হাওড়ার একটি সমবায় সমিতিতেও চলছে ইডি-র অভিযান। আবার হাওড়ার শ্যামপুরের সসাটিতে ব্যবসায়ী পার্থেন্দু জানার বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চলছে বলে খবর।

ভালো হয়নি ইংরেজি পরীক্ষা, বাসন্তীতে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

বাসন্তী, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাসন্তী থানার অন্তর্গত সজনেতলা গ্রামের বাসিন্দা ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম রুমা নস্কর (১৭)। সে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার। মঙ্গলবার বাবার সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল রুমা। পরীক্ষার শেষে বাড়ি ফিরেছিল। এরপর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সারে। কিছু সময়ের পর পরিবারের লোকজন দেখতে পায় রুমা বমি করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় ইঁদুর মারার বিষ খেয়েছে। পরিবার জানায়, মঙ্গলবার ইংরাজি পরীক্ষা ছিল, সেই পরীক্ষা ভালো হয়নি তাই রুমা ইঁদুর মারা বিষ খায় বলে জানায়। পরিবারের লোকজন তাকে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে ভর্তি রেখে তার চিকিৎসা চলছিল। বুধবার সকালে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় বলে জানায় পরিবার। বাসন্তী থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসে। এই ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অধিকর্তা

● প্রথম পাতার পর

ও বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে, যেমন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজের উপর বেসিক কাস্টম ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের প্রসার ও প্রচারের জন্য জাতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং মিশন তৈরি করা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

চাল বোঝাই দুটি পিকআপ ভ্যান সহ আটক ২

শিলিগুড়ি,১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): রেশনের চাল বোঝাই দুটি পিকআপ ভ্যান আটক করল শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ধৃতরা হল হজরত মুরতাজা এবং মহম্মদ আলম।একজন রাবভিটা এবং অপরজন লিউসিপাকড়ির বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ার লিচুবাগান সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনক দুটি পিকআপ ভ্যান আটক করে পুলিশ। গাড়ি দুটিতে চাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।কিন্তু কোনও বৈধ কাগজ ছিল না।এরপরই আটক করা হয় গাড়ি দুটিকে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার চাল রেশনের চাল। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। চাল কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল সে বিষয়ে জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কার্ড থাকা সত্ত্বেও বাড়তি টাকা, হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলাতির অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): নামেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড! অভিযোগ, হাসপাতালে তা গ্রাহ্য হচ্ছে না। স্বাস্থ্য কমিশনের কড়া নজরদারির পরও নেওয়া হচ্ছে বাড়তি টাকা। শুধু তাই নয়, দাবী মত টাকা না দেওয়ায়, রোগীকে বিনা চিকিৎসায় আটকে রাখার অভিযোগ উঠল দুর্গাপুরে নামী হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে আবার প্রশ্নের মুখে রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার নামে জুলুমবাজি নিয়ে।

জানা গেছে, দিনকয়েক আগে পেটে ব্যাথা নিয়ে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয় সিতারা বিবি নামে এক প্রৌঢ়া। তার বাড়ি অন্ডালের শংকরপুর ক্যান্টিন এলাকায়। ওই হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোলজি বিভাগে ভর্তি হয়। পরিবারের দাবী স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু, আঙ্গুলের ছাপ না ওঠায় পুনরায় সংশোধন করতে বলা হয়। সেই মত স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সমস্যা ঠিক করা হয়। অভিযোগ, তারপরও প্রায় ৩৩ হাজার টাকা নেওয়া হয় রোগীর পরিবারের কাছে। সিতারা বিবির ছেলে আখতার হোসেন বলেন,'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ঠিক করার পর, আর সেটি গ্রাহ্য করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উল্টে বিল বাবদ ৯৫ হাজার টাকা দাবি করে। ওই টাকা না দেওয়ায়, গত দুদিন ধরে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয় রোগীকে। এমনকি রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছুটি চাইলে, সেটাতেও ওনারা রাজি নন।' তিনি আরও বলেন,' মা"য়ের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। বিনা চিকিৎসায় যেভাবে ফেলে রেখেছে, তাতে মৃত্যু হতে পারে। আমাদের মত অসহায় গরিব পরিবারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাই গোটা বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে জানিয়েছি।' তিনি আরও বলেন,' প্রশাসনের কাছে করুন আর্তি, মা"কে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যাবস্থা করুক।' উল্লেখ্য, দুদিন আগে দুর্গাপুরের দুটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগে মোটা অঙ্কের জরিমানা করে রাজ্য ক্লিনিকাল এস্টাব্লিসডমেন্ট কমিশন। তারপরও শহরের নামকরা হাসপাতলগুলির বিরুদ্ধে অর্থের লালসায়, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ভর্তি না নেওয়া, চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগ উঠছে। যদিও এপ্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, 'রোগীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ত্রুটি ছিল। রোগীর পরিবার লিখিত জানিয়েছিল, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ঠিক না হলে নগদ পেমেন্ট করবে। সেই মতো বিল করা হয়েছে।' তবে পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সেখ মহঃ ইউনুস জানান,' এবিষয়ে আমার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

চেম্বারের ভিতর থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): বাড়ির চেম্বারের ভিতর থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতি নগরে। অনুমান, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্বামী জেনে ফেলায় দাম্পত্য কলহের জেরে এই কাণ্ড।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম জয়কুমার নাথ (৪২)। পেশায় ছিলেন তিনি গ্রামীণ চিকিৎসক। বাড়ির সামনে চেম্বারের ভিতর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। এটি খুন না, দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের সম্মতিনগরের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামানের প্রতিবেশী জয়কুমার। বাড়ির লাগোয়া চেম্বার ছিল। জয়কুমার নাথের স্ত্রী সোনামনি নাথ (সাহা)। বয়স প্রায় ২৮। নাথ দম্পতির একটি ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। ছেলের বয়স ১২। মেয়ের বয়স ৮। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়কুমারের স্ত্রী সোনামণি স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

অভিযোগ, মাস তিনেক আগে সোনামনি নাথ স্বামী ও দুই সন্তানকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও পরিবারের লোকেরা বিষয়টি জানতে পারায় সোনামনিকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এই ঘটনার জেরে নাথ দম্পত্তির মধ্যে চরম অশান্তি বাঁধে। গত তিনদিন ধরে বাড়িতে চরম অশান্তি চলছিল নাথ দম্পতির মধ্যে। এর মধ্যেই শনিবার ভোরে গ্রামীণ চিকিৎসকের চেম্বারের ভিতর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় জয়কুমারের।স্থানীয় প্রতিবেশী অনুপম সাহা জানান, 'চেম্বারের সাটার নামানো ছিল। কিন্তু তালা মারা ছিল না। মাথার পিছনটা থেঁতলে গিয়েছে। ইঁট বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে ুমান। থুঁতনিতে আঘাত রয়েছে। বুকে আঁচড়ের দাগ রয়েছে। রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে অনুমান করা যাচ্ছে জয়কুমার নাথকে খুন করা হয়েছে।'মৃতের স্ত্রী সোনামনি তিনদিন ধরে দাম্পত্য কলহের কথা স্বীকার করলেও তাঁর দাবি স্বামী মদ্যপ অবস্থায় পরে গিয়ে মারা গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি স্বামী আইপিএলের জুয়াতে অনেক টাকা হেরে গিয়েছিল। বাজারে দেড় লক্ষ টাকা ধার। তা নিয়ে মানসিক চাপে ছিল। গত তিনদিন ধরে প্রচুর পরিমাণ মদ খাচ্ছিল। মদ্যপ অবস্থায় পরে গিয়ে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'তদন্তে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জয়কুমার নাথকে শারীরিক নির্যাতনের পর মাথায় ভারী কিছু বস্তু দিয়ে আঘাত করার জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, 'মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করল রোহিত ব্রিগেড

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ভারত। বুধবার আহমেদাবাদে তিন ম্যাচের একদিনের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করল রোহিত শর্মারা।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুভমান গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, বিরাট কোহলিদের ব্যাটের দাপটের পর ব্রিটিশ ব্রিগেডকে গুঁড়িয়ে দিল ভারতের বোলাররা।

আহমেদাবাদে বুধবার তৃতীয় ওয়ানডেতে ভারত জয় পেয়েছে ১৪২ রানে। ৩৫৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ইংল্যান্ড ২১৪ রানে গুটিয়ে গেছে ৩৪.২ ওভারেই। ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান করেন ডকেট ৩৪, বেনটন ৩৮, ও এটিকশন ৩৮। ভারতের হয়ে দুটি করে উইকেট পান অর্শ দ্বীপ, রানা, প্যাটেল ও পান্ডিয়া।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এটাই ভারতের দ্বিতীয় বড় জয়। এর আগে ২০০৮ সালে রাজকোটে ভারত জিতেছিল ১৫৮ রানে।

এদিনের ম্যাচে জয়ের নায়ক ছিলেন গিল। ১০২ বলে ১১২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ১৪ চার ও ৩ ছক্কা ছিল তার ইনিংসটিতে। এছাড়া আইআর ৭৮, বিরাট কোহলি ৫২ ও লোকেশ রাহুল ৪০ রান করেন।

রাজ্য স্তরীয় সাংবাদিকদের ক্রিকেটে আগরতলা প্রেসক্লাব এবারও চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের জেলা ও মহকুমা স্তরীয় আন্ত: প্রেসক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্থানীয় ভোলাগিরি মাঠে বিগত বছরের মত এবারও আয়োজিত এই একদিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আয়োজক আগরতলা প্রেসক্লাব ক্রিকেট টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আজ, বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষ তেলিয়ামুড়া প্রেসক্লাব ক্রিকেট টিমকে ৪৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব টিম নির্ধারিত ১০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১১৮ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে তেলিয়ামুড়া প্রেসক্লাব টিম আট উইকেট হারিয়ে ৭২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত দশ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজিত তেলিয়ামুড়া প্রেসক্লাব টিম পেয়েছে রানার্সআপ খেতাব। সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে আগরতলা প্রেস ক্লাব টিমের সুব্রত দেবনাথ, সেরা বোলার দিব্যেন্দু দে, সেরা ফিল্ডার অঞ্জন দেব, প্লেয়ার অব দ্যা ফাইনাল ম্যাচ প্রণব শীল এবং ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবে তেলিয়ামুড়া প্রেসক্লাব টিমের সঞ্জিত দাস পুরস্কৃত হলেও টিম গেমে আগরতলা প্রেসক্লাবের হয়ে অভিষেক (অধিনায়ক), প্রসেনজিৎ, বিশ্বজিৎ, জাকির, বাপন, মেঘধন, মিল্টন, সুমন, অঞ্জন, সুব্রত, দিব্যেন্দু, সুমিত, প্রণব, সিশান যেমন খেলেছেন, তেমনি তেলিয়ামুড়া প্রেসক্লাব টিমের হিরন্ময় (অধিনায়ক), পার্থ, বিমলেন্দু, দীপক, ঝন্টু, প্রবীর, অমিত, গোপেশ, শঙ্খ, শিবজ্যোতী, সঞ্জীব, বাপন, সনজিৎ, সঞ্জীত দাস প্রত্যেকের পারফরম্যান্সও অনস্বীকার্য। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে আগরতলা প্রেসক্লাব টিম রোমাঞ্চকর ভাবে সুপার ওভারে খুমুলুঙ প্রেসক্লাব টিমকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। এতে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সদৃশ্য ট্রফি পেয়েছিল সুব্রত দেবনাথ। অপর সেমিফাইনালে তেলিয়ামুড়া প্রেস ক্লাব টিম ৫ উইকেটের ব্যবধানে উদয়পুর প্রেসক্লাব টিমকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়। এতে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছিল সঞ্জীত দাস। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলোক ঘোষ, তেলিয়ামুড়া প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি দীপক দাস ও সম্পাদক পার্থ সারথি রায় প্রমূখ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সকল খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। ফাইনাল ম্যাচের শেষে এক উৎসাহ পূর্ণ অনুষ্ঠানে স্পনসরর স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর দিবাকর নাগ, টোটন বসাক, উদ্যোগপতি রূপম রায়, আগরতলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী কমিটির সদস্য মনীষ লোধ, অভিষেক দেববর্মা, মিহির সরকার, টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে আগামী দিনেও এ ধরনের টুর্নামেন্ট আরও বড় পরিসরে করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

লাহোরের স্টেডিয়ামে রাচীনের চোট নিয়ে পালটা পাক তারকার

ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট লাগে রাচীন রবীন্দ্রর। নিউজিল্যান্ডের তারকা চোট পেতেই প্রশ্ন ওঠে পাকিস্তানের স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো নিয়ে। খারাপ আলোর কারণে রাচীন চোট পেয়েছেন, এমনটাই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। কিন্তু সেই ধারনা একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন প্রাক্তন পাক তারকা সলমন বাট। তাঁর কথায়, নিজের দোষেই আহত হয়েছেন কিউয়ি অলরাউন্ডার।

গত শনিবার লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৮ নম্বর ওভারে চোট পান রবীন্দ্র। ডিপ স্কোয়্যার লেগে ফিল্ডিং করার সময় খুশদিল শাহর মারা একটি বল ধরতে গিয়ে তাঁর কপালে আঘাত লাগে। খুশদিল বলটিকে সুইপ করেন। মিসটাইম হয়ে সেটি সোজা রাচীনের হাতেই যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও কারণে বলের গতি আন্দাজ করতে পারেননি কিউয়ি অলরাউন্ডার। যার ফলে ক্যাচ ধরার মতো জায়গায় থাকা সত্ত্বেও সহজ বল লুফে নিতে পারেননি তিনি। উলটে বল গিয়ে লাগে তাঁর কপালে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ছাড়তে হয় রাচীনকে।

তারপর থেকেই ক্রিকেটমহলের একাংশের মত, লাহোর স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের কম আলোই কিউয়ি তারকার চোটের কারণ। কম আলোর জন্যই বলের গতি বুঝতে পারেননি তিনি। দিনকয়েক পরে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

সেই মেগা টুর্নামেন্টও পাকভূম থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি তোলেন তাঁরা।

কিন্তু বাটের মতে, পাক স্টেডিয়ামকে দায়ী করা মোটেও উচিত নয়। স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "লোকে যদি বুঝতে না চায়, তাহলে তাদের বোঝানোর দরকার নেই।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এলইডি আলো লাগানো হয়েছে স্টেডিয়ামে, সেই নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যখন নিউজিল্যান্ড ব্যাট করছিল, তখন তো আলো নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। রাচীন ভালো ফিল্ডার, কিন্তু ওই সময়ে হয়তো পা পিছলে গিয়েছিল।" কটকের স্টেডিয়ামে আলো নিভে যাওয়া নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন বাট। তাঁর কথায়, রাচীনের চোটের জন্য মোটেও পিসিবিকে দায়ী করা যায় না।

মুখ খুললেন প্রাক্তন কোচ

বাকি আর আট দিন। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। শেষ বার এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল ২০১৭ সালে। সে বার বিরাট কোহলি, অনিল কুম্বলেদের ভুলে ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের। আট বছর পর বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার।

সে বার ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। ১৮০ রানে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় দল।

পাকিস্তানের ৪ উইকেটে ৩৩৮ রানের জবাবে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ১৫৮ রানে। সে সময় অধিনায়ক ছিলেন কোহলি। কোচের দায়িত্বে ছিলেন কুম্বলে। গোটা প্রতিযোগিতায় ভাল খেলার পর ফাইনালের সেই হার নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বাঙ্গার বলেছেন, "আমরা সে দিন একটা ভুল করেছিলাম। টস জেতার পর আমাদের প্রথমে ব্যাট করা উচিত ছিল। কারণ খেলা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। ওখানে আকাশের দিকে নজর রাখতেই হয়। যে কোনও সময় মেঘ চলে আসে। ফাইনালের দিন কিন্তু ঝকঝকে রোদ ছিল। তাই আমার মতে, সে দিন টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আমিও সেই ম্যানেজমেন্টের অংশ ছিলাম। অধিনায়ক কোহলি, কোচ কুম্বলে ছাড়া সিনিয়র ক্রিকেটার হিসাবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রোহিত শর্মাও ছিল। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কারও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না।"

বাঙ্গার আরও বলেছেন, "হার্দিক পাণ্ড্য এবং রবীন্দ্র জাডেজার ব্যাট করার সময়ই জয়ের লক্ষ্য কঠিন হয়ে গিয়েছিল। হার্দিক বেশ ভাল ইনিংস খেলেছিল। বেশ কয়েকটা ছক্কাও মেরেছিল। কিন্তু আমরা শুরুর দিকে পর পর উইকেট হারানোয় পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায়। ভাল খেলেও দলকে জেতাতে না পারায় হার্দিক কিছুটা রেগে গিয়েছিল।

তবে সতীর্থদের দোষারোপ করেনি এক বারও। আসলে পরিস্থিতি ঠিক থাকলে হয়তো হার্দিক আমাদের জয় এনে দিতে পারত।"

শেষ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের হার এখনও মেনে নিতে পারেন না বাঙ্গার। এখনও আক্ষেপ রয়েছে প্রাক্তন অলরাউন্ডারের। তাঁর মতে, সে দিন প্রথমে ব্যাট করে নিলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্য রকম হত।

লো স্কোরিং ম্যাচে জেসিসি-কে হারিয়ে সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শুরু সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে সংহতি ক্লাব। সাত রানের ব্যবধানে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কে হারিয়ে দারুণভাবে সুপার ডিভিশন শুরু করেছে সংহতি ক্লাব। খেলা টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সংহতিকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। ২৮.৫ ওভার খেলে সংহতি ১০১ রানে ইনিংস শেষ করে প্রমাদ গুনতে থাকে। লো স্কোরিং ম্যাচে জেসিসি আত্মবিশ্বাসে ভর করে খেলা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত ৪৪.২ ওভার খেলে ৯৪ রানে ইনিংসের যবনিকা টানতে বাধ্য হয়। সংহতির সানি সিং ১৬ রানে ৫ টি উইকেট তুলে নিয়ে জেসিসি-কে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবটিও জিতে নেয়। ব্যাটিংয়ে জেসিসি-র রজত দে-র ৩৩ রান, সারাংশ চৌবের ২৮ রান, সংহতির অর্কপ্রভ সিনহার ২১ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে জেসিসি-র সজল বার্মা ২১ রানে চারটি এবং অর্জুন দেবনাথ ২১ রানে দুটি উইকেট পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেটারকে পাঁচ বছর নিষিদ্ধ করল আইসিসি

কয়েক দিন আগে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে। একই অভিযোগে সে দেশের মহিলা ক্রিকেটার সোহেলি আক্তারকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় অফ স্পিনার সোহেলির বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। ৩৬ বছরের সোহেলির বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ ওঠার পর তদন্ত শুরু করেছিল আইসিসি। তদন্তকারীদের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন তিনি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ চলার সময় বাংলাদেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেল দুই ক্রিকেটারের টেলিফোনের কথপোকথন সম্প্রচার করেছিল। লতা মন্ডল নামে বাংলাদেশের আর এক ক্রিকেটার সোহেলিকে ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়।

আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী পাঁচটি ধারা ভঙ্গ করেছেন সোহেলি। তার মধ্যে রয়েছে কোনও পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করে ম্যাচের ফল প্রভাবিত করা। আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইচ্ছে করে খারাপ পারফর্ম করা। ম্যাচের ফল প্রভাবিত করার জন্য অনুরোধ, প্রলোভন দেখানো, প্ররোচিত করার মতো অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ম্যাচের ফল প্রভাবিত করার বিনিময়ে কোনও কিছু গ্রহণ করা, ষড়যন্ত্রের অভিযোগও ছিল। গড়াপেটার প্রস্তাব পেয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানানো, তদন্তের কাজ শ্লথ করানোর চেষ্টা এবং প্রমাণ নষ্টের অভিযোগও মেনে নেন সোহেলি।

আইসিসির দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন সোহেলি। গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে তাঁর শাস্তির মেয়াদ। আগামী পাঁচ বছর কোনও ধরনের ক্রিকেটের সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি। সোহেলিকে নিষিদ্ধ করার বিষয়টি জানানো হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকেও (বিসিবি)। বিসিবির কর্তা এবং বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট বিভাগের চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন বলেছেন, "সোহেলি শাস্তি মেনে নিয়েছেন। তাই আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।" বাংলাদেশের হয়ে দু'টি এক দিনের ম্যাচ এবং

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে দারুন শুরু ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে সুপার ডিভিশন শুরু ব্লাড মাউথ ক্লাবের। টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৫৯ রানের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গ কে পরাজিত করে দারুণ শুরু করেছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচে ৪১.১ ওভার খেলে ১৬৭ রানে ইনিংস শেষ করে। টার্গেট এতোটুকু ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও স্ফুলিঙ্গ ২৫.২ ওভার খেলে ১০৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে আর কার্তিকেয়ন ৯৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৬৭ রান করে দলের জন্য স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া বিক্রম কুমার দাসের ৫৯ রানও উল্লেখযোগ্য। স্ফুলিঙ্গের তুষার সাহা সর্বাধিক ৪৯ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে ফুলিঙ্গের তুষার চল্লিশ রানে তিনটি, ব্লাড মাউথের অমিত আলী ও দীপ্তনু চক্রবর্তী দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে তেজস্বীর সেঞ্চুরি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে হার্ভে জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচ বলে কথা। যথেষ্ট লড়াই করেও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে হলো। খেলা সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে হার্ভে ক্লাব ৩১ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে পরাজিত করে বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে জয় দিয়ে দারুন সূচনা করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে হার্ভে ক্লাব নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ব্যাট করতে নেমে ৪৪.১ ওভার খেলে ২০৫ রানে ইনিংস শেষ করে। বিজয়ী দলের তেজস্বী যশোয়াল দুর্দান্ত শতরান সংগ্রহ করে দলের স্কোর চ্যালেঞ্জিং করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। তেজস্বী ১৩৩ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও ছটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১২৬ রান সংগ্রহ করে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর সাগর শর্মার ৫৫ রান এবং দীপক ক্ষৈত্রীর ৪৯ রান উল্লেখযোগ্য হলেও শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। বোলিংয়ে হার্ভের বিজয় গোহিল ৫৬ রানে চারটি এবং সরাব সাহানি ত্রিশ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ২৬ রানে পেয়েছিল তিনটি উইকেট।

গম্ভীরের 'KKR-প্রীতি' নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। যা উদ্বেগে রাখছে দেশের ক্রিকেট ভক্তদের। সেই জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন হর্ষিত রানা। অন্যদিকে প্রাথমিক দলে থাকা যশস্বী জয়সওয়ালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নন ট্র্যাভেলিং সাবের তালিকায়। সেখানে দলে ঢুকলেন স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। স্বাভাবিকভাবেই শেষ মুহূর্তের দুটি বদল নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্নটা বুমরাহর বিকল্প নিয়ে। সম্প্রতি টেস্ট এবং টি-২০ অভিষেক হয়েছে হর্ষিতের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে অভিষেকও হয়ে গিয়েছে। এ পর্যন্ত আহামরি কিছু না করলেও খুব খারাপ বল করেননি। অথচ হাতে মহম্মদ সিরাজের মতো বিকল্প ছিল। তাঁকেও রাখা হয়েছে নন ট্রাভেলিং সাবের দলে। বুমরাহর জায়গায় কি তিনি সুযোগ পেতে পারতেন না? প্রশ্ন তুলছেন ক্রিকেট ভক্তরা। অস্ট্রেলিয়া সফরে 'খারাপ' বল করেও সিরাজ ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। ওয়ানডে-তেও যথেষ্ট ধারাবাহিক। অথচ সেই জায়গায় এলেন হর্ষিত।

সাম্প্রতিক সময়ে বরুণ চক্রবর্তী যথেষ্ট ছন্দে রয়েছেন। তাঁর দলে ঢোকা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। বরং প্রশ্নটা যশস্বীর বাদ পড়া নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের সেরা ব্যাটার তিনি। সেই জন্যই তো ডাক পেয়েছিলেন ওয়ানডে দলে। সেখানে অভিষেকের পরের ম্যাচেই বাদ পড়েন। অভিষেক ম্যাচে অবশ্য রান পাননি। কিন্তু এক ম্যাচের ব্যর্থতার পরই যদি বাদ দিতে হয়, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে নেওয়াই বা হয়েছিল কেন? প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। আর এখন তাঁকে কোন যুক্তিতে বাদ দেওয়া হল, সেটাও জানানো হয়নি।

সব মিলিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের ছবিটা কীরকম, সেটা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে সমর্থকদের মধ্যে। অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দলের ক্ষতি হচ্ছে, এই নিয়ে অনেক প্রাক্তনই সরব। আর ঘটনা হচ্ছে হর্ষিত ও বরুণ, দুজনেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার। যার মেন্টর ছিলেন গম্ভীর। সেটাই কি নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠল চূড়ান্ত দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে? সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেই বুমরাহ ভারতীয় দলে জোড়া বদল

সত্যি হল আশঙ্কা। চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর বদলে ভারতীয় দলে এলেন হর্ষিত রানা। যশস্বী জয়সওয়ালের বদলে দলে নেওয়া হয়েছে বরুণ চক্রবর্তীকে। বাকি দল অপরিবর্তিত রয়েছে। মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ১৫ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে সিডনি টেস্টে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। সেই ম্যাচে দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের পর আর বল করতে পারেননি। মাঠ থেকেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তখন থেকেই মাঠের বাইরে বুমরাহ। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বুমরাহের চোট গুরুতর না হলেও খেলার মতো অবস্থায় নেই। দু'বছর আগে বুমরাহের পিঠের যে জায়গায় অস্ত্রোপচার হয়ছিল সেই জায়গাতেই নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিঠের এই চোটের জন্যই ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে পারেননি বুমরাহ।

বুমরাহকে নিয়ে অনিশ্চিয়তা তৈরি হওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে খেলানো হয়েছে হর্ষিতকে। তখনই মনে করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বুমরাহকে না পাওয়া গেলে পরিবর্ত হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যাবেন হর্ষিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ভাল পারফরম্যান্স করার পর ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর এক দিনের দলে ডেকে নিয়েছিলেন বরুণকে। সেই মতো কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্পিনারও জায়গা করে নিলেন ভারতীয় দলে। বাদ পড়তে হল এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা যশস্বীকে। অর্থাৎ টপ অর্ডার ব্যাটারের পরিবর্তে স্পিনারকে নেওয়া হল ১৫ জনের দলে।

পাঁচ জন স্পিনার নিয়ে দুবাইয়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল। বরুণ ছাড়াও রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং কুলদীপ যাদব। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জোরে বোলিংয়ের আক্রমণে দায়িত্বে থাকবেন মহম্মদ শামি, অর্শদীপ সিংহ, হার্দিক পাণ্ড্য এবং হর্ষিত। দলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য রয়েছেন চার জন অলরাউন্ডার। হার্দিক, জাডেজা, অক্ষর এবং ওয়াশিংটন। দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অক্ষরকে পাঁচ নম্বরে পাঠাতেন গম্ভীর। নতুন দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই সামলেছেন অক্ষর।উইকেটরক্ষক হিসাবে দলে রয়েছেন লোকেশ রাহুল এবং ঋষভ পন্থ। প্রথম উইকেটরক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে রাহুলকে। গত এক দিনের বিশ্বকাপে ব্যাটিং লাইন আপ ধরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে দলে আছেন রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ারেরা।

অতিরিক্ত হিসাবে রয়েছেন তিন ক্রিকেটার। যশস্বী, মহম্মদ সিরাজ এবং শিবম দুবে। তাঁরা দলের সঙ্গে দুবাই যাবেন না। প্রয়োজন হলে তাঁদের পাঠানো হবে।

১৫ জনের দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, কেএল রাহুল (উইকেটরক্ষক), ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পাণ্ড্য, অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ শামি, অর্শদীপ সিংহ, রবীন্দ্র জাডেজা এবং বরুণ চক্রবর্তী।

ছত্রিশেই ফুটবলকে বিদায় রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি মার্সেলোর

ফুটবলকে বিদায় জানালেন মার্সেলো। আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা সাইড ব্যাক ৩৬ বছর বয়সেই অবসর ঘোষণা করলেন। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ২৫টি ট্রফি জিতেছেন। ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন ৫৮টি ম্যাচ। মার্সেলোর অবসরের পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। 'বন্ধু'র জন্য শুভকামনা রোনাল্ডোরও।

২০০৭ সালে ব্রাজিলের ফ্লুমিনেন্সে থেকে মাদ্রিদে আসেন ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার। শুধু ডিফেন্স নয়, বল নিয়ন্ত্রণ ও স্কিলের জন্যও পরিচিত ছিলেন তিনি। মাদ্রিদের ১৫ বছরের কেরিয়ারে ২৫টি ট্রফি জিতেছেন। যার মধ্যে আছে পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ছটি লা লিগা খেতাব। ২০২১-এ তাঁকে মাদ্রিদের অধিনায়ক করা হয়। ক্লাবের ১১৭ বছরের ইতিহাসে সেবারই প্রথম স্পেনের বাইরে কোনও ফুটবলারকে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড দেওয়া হয়। মাঠে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও নজরকাড়া ছিল।

২০২১-২২ মরশুমের শেষে গ্রিসের অলিম্পিয়াকোসে সই করেন। পাঁচ মাস পরে চুক্তিভঙ্গ করেন। পরে চলে আসেন ছোটবেলার ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে। যদিও শেষটা ভালো হয়নি। গত বছর মাঠের মধ্যেই কোচের সঙ্গে

একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ ফেব্রুয়ারি: আজ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের খোয়াই জেলা কার্যালয় এবং তেলিয়ামুড়ার ডিসিএম অফিসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ভার্চুয়ালিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে।

এদিন,জিরানিয়ায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন সহ উদ্বোধন করেন মূখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এই ভার্চুয়ালি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে এদিন তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লক সংলগ্ন স্থানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রজেক্টর স্ক্রিনের মাধ্যমে মূখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ভার্চুয়ালি খোয়াই জেলার ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের কার্যালয় এবং তেলিয়ামুড়া ডিসিএম অফিসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আজ এই ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার সরকারের মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, খোয়াই জেলার সহ সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন অনুষ্ঠান শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়িকা সহ উপস্থিত অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহারায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। এবং খোয়াই জেলার ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের কার্যালয় তেলিয়ামুড়ার মহকুমায় নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পর্যটন মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

মহাকুম্ভের ৩১-দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান ৪৬.২৫-কোটির বেশি ভক্তের

প্রয়াগরাজ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বুধবার ৩১-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে বুধবার পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তৃতীয় অমৃত স্নান করেছেন ভক্তরা। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৪৬.২৫ কোটির বেশি ভক্ত।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। মহাকুম্ভে এই নিয়ে তিনটি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। মাঘী পূর্ণিমায় অমৃত স্নান উপলক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আকাশ থেকেও চলছিল নজরদারি।

এলাকার উন্নয়ন খাতে বিলোনিয়া বিধায়কের ৬৪ লাখ টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ফেব্রুয়ারি: বিলোনিয়া বিধানসভা এলাকার উন্নয়নে বিধায়ক দীপঙ্কর সেন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় বিলোনীয়া বিধানসভা এলাকায় নতুন করে মোট ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। যার ফলে বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হবে। বিধায়ক বরাদ্দকৃত টাকায় যে কাজগুলো হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে জানান, বিধানসভা এলাকার গার্দাং দুর্গামন্ডপে নাটমন্দিরে সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করতে ৭ লক্ষ টাকা,উত্তর ভারত চন্দ্র নগর বাজারে বাজার শেড না থাকায় বাজার এবং সবজি শেড নির্মাণে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, জীরতলি ক্লাব প্রাঙ্গণে জনগণের দাবি মেনে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মাণে ৩ লাখ টাকা, বিলোনীয়া শহরে জগন্নাথ বাড়িতে প্রতিদিন প্রচুর লোক আসে, সেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যায়ে কুলার ফিল্টার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধায়ক।

এছাড়া বিলোনীয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ভবনে লাইব্রেরী নির্মাণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা, রাখিরাম পাড়া জেবি স্কুলে মিড ডে মিলের ডাইনিং হলের জন্য ৩ লাখ টাকা, বল্লামুখা চৌদ্দ দেবতার মন্দিরের নাট মন্দিরের অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দেড় লাখ টাকা, একই এলাকার শংকর মঠের অফিসগৃহ নির্মাণে ৩ লাখ টাকা, বিলোনীয়া শহরের গিরিধারী টিলায় যাত্রী শেড নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য ৭ লক্ষ টাকা, পাইখোলা যোগমায়া আশ্রমে নাট মন্দির সংস্কারের জন্য ২ লাখ টাকা, লাউগাঙ বরুয়া পাড়ায় বুদ্ধ মন্দিরে সাংস্কৃতিক বিতান তৈরী করার জন্য ৭ লক্ষ টাকা, উত্তর ভারত চন্দ্র নগর মসজিদ প্রাঙ্গণে ওয়াটার ফিল্টার এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মানে ৪ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাইখোলা বাজার উন্নয়নে ৭লক্ষ এবং চিত্তামারা পুরান বাজারে সাংস্কৃতিক বিতান নির্মানে ৫ লক্ষ সহ মোট ৬৪ লক্ষ টাকা বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ করেছেন।বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় বরাদ্দ কাজের গুনমান বজায় রেখে দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য তিনি দপ্তরের নিকট আর্জি জানান। বিধানসভা এলাকার জনগণের দাবি ভিত্তিতে আরো বেশ কিছু উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য তিনি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরের সাথে কথা বলেছেন, গ্রাম উন্নয়ন এবং পূর্ত দপ্তরের কাজে কিছু বিলম্ব হয়। দপ্তর বিধায়ক দীপঙ্কর সেন কে সহসাই কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিন বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি: কুমারঘাটে দিন মজুরির কাজ করার সময় তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। গত সোমবার তাদের আটক করে কুমারঘাট থানার পুলিশ।

আটককৃতরা জানিয়েছেন, তাদের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেটে। প্রায় ৭ মাস ধরে তারা ত্রিপুরায় রয়েছেন। তারা আরও জানান, এক দালালের সহায়তায় অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরায় এসেছেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে এবং খতিয়ে দেখছে যে তারা অন্য কোনো অবৈধ কাজে জড়িত কিনা। এই ঘটনার পর ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে।

গোপন খবরের ভিত্তিতে জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে অবৈধভাবে ভারতে আসা এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে জিরানিয়া থানার পুলিশ।

এবিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে জিরানীয়া থানার ওসি রাজু দত্ত বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে জিরনিয়া রেল স্টেশন থেকে এক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রথমে সন্দেহ হলে ওই যুবককে আটক করা হয় কাল রাতে। তখন সে ভারতীয় কিছু পরিচয়পত্র পুলিশকে দেয়। আজ গোটা দিনব্যাপী পুলিশ সেগুলি যাচাই করে দেখতে পায় এগুলি অবৈধ নথি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কাছ থেকে পাওয়া পরিচয়পত্রগুলি অবৈধ বলে স্বীকার করে সে। তাকে আটক করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকের নাম বিশ্বজিত দাস। সে এর আগেও দু- তিনবার রাজ্যে এসে কাজ করে গেছে বলে জানিয়েছে সে।

মোদী সরকার বিশ্বাস করে যে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধি উভয়ই সম্ভব : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পিআইবি।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে ”সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত এবং বর্তমানে গৃহীত উদ্যোগ” সম্পর্কে সমবায় মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির প্রথম বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৃষণ পাল ও শ্রী মুরলীধর মোহল, কমিটির সদস্যরা, সমবায় মন্ত্রকের সচিব এবং মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কমিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমবায় মন্ত্রকের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সমবায় সমিতিগুলির ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমানে গৃহীত প্রচেষ্টা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশের কৃষক ও গ্রামীণ এলাকার কল্যাণে একটি পৃথক মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ”সহকার সে সমৃদ্ধি”-র মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি বলেন, মোদী সরকার বিশ্বাস করে যে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধি উভয়ই সম্ভব।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, স্বাধীনতার পর কয়েক বছর দেশে সমবায় আন্দোলন জোরদার ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে অধিকাংশ রাজ্যেই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি উল্লেখ করেন যে কেন্দ্রে সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর প্রথম কাজটি ছিল রাজ্যগুলির সহযোগিতায় প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির (প্যাকস) একটি ডেটাবেস তৈরি করা এবং ২ লক্ষ প্যাকসকে নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা। তিনি বলেন, জাতীয় সমবায় তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে অঞ্চল অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ সারা দেশের সমবায় সমিতিগুলির তথ্য এক ক্লিকেই পাওয়া যায়। শ্রী শাহ বলেন, প্যাকসের কম্পিউটারাইজেশনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে দেশে একটিও পঞ্চায়েত থাকবে না যেখানে প্যাকস পাওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্যাকসকে ”কার্য্যকর” করে তোলার জন্য তৈরি মডেল আইনগুলি দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যই গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, প্যাকস ২০টিরও বেশি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এখন তারা কমন সার্ভিস সেন্টার, জন-ঔষধি কেন্দ্র এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদান শুরু করেছে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, সমবায় মন্ত্রক ত্রিভুবন সহকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল পেশ করেছে, যা শীঘ্রই সংসদে পাস হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে সমবায় খাতে প্রবেশকারী পেশাজীবীদের কারিগরি শিক্ষা, হিসাববিজ্ঞান, প্রশাসনিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শ্রী শাহ আরও বলেন, এর ফলে সমবায় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায়মন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল কো অপারেটিভ এক্সপোর্ট লিমিটেড (এনসিইএল), ন্যাশনাল কো অপারেটিভ অর্গানিক লিমিটেড (এনসিওএল) এবং ভারতীয় বীজ সহকারী সমৃদ্ধি লিমিটেড (বিবিএসএসএল) এর মতো জাতীয় স্তরের সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা সমবায় ক্ষেত্রে রফতানি, জৈব পণ্য এবং উন্নত বীজ প্রচারে সহায়তা করবে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগগুলির ফলে আগামী বছরগুলিতে সমবায় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে যাতে সমবায় ক্ষেত্র কর্পোরেট ক্ষেত্রের সমান সুযোগ-সুবিধা পায়। তিনি বলেন, অর্থ মন্ত্রক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং আয়কর দপ্তরের সহযোগিতায় কর্পোরেট ও সমবায় ক্ষেত্রের জন্য একটি কর কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সমবায় মন্ত্রক। দেশের সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি কর্পোরেট জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবে এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ”সহকার সে সমৃদ্ধি”র স্বপ্ন পূরণ করবে বলে আস্থা ব্যক্ত করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায়মন্ত্রী শ্রী শাহ পরামর্শদাতা কমিটিকে অবহিত করেন যে কৃষক ভারতী সমবায় লিমিটেড (ক্রিভকো), ভারতীয় কৃষক সার সমবায় লিমিটেড (ইফকো), জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) এবং অন্যান্য ফেডারেশনের সহযোগিতায় সমবায়ের সাথে যুক্ত জাতীয় ফেডারেশনগুলির দ্রুত বিকাশের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করে বলেন যে বর্তমানে প্যাকস রেলওয়ের টিকিট বুকিংয়ের সাথে যুক্ত এবং তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন যে সমবায় মন্ত্রকের উদ্যোগের কারণে প্যাকস শীঘ্রই বিমানের টিকিটও বিক্রি করতে সক্ষম হবে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, দেশে সমবায়গুলির বিকাশে আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমস্ত রাজ্যে অভিন্ন সুষম উন্নয়ন আনতে বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সমবায়মন্ত্রী বলেন, গুজরাটে ”সমবায়গুলোর মধ্যে সহযোগিতা”” কর্মসূচির ব্যাপক সাফল্যের পর দেশের অন্যান্য রাজ্যেও তা রূপায়িত করা হবে। বৈঠকে কমিটির সদস্যরা দেশে সমবায় সমিতির ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের পরামর্শ প্রদান করেন এবং দেশে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।

গাজিয়াবাদে বাতিল সামগ্রীর গুদামে আগুন, আয়ত্তে আনল দমকল

গাজিয়াবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বাতিল সামগ্রীর গুদামে। বুধবার ভোররাত ২.১০ মিনিট নাগাদ গাজিয়াবাদের ভোপুরার কাছে বাতিল সামগ্রীর গুদামে আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা গুদাম আগুনের লেলিহান শিখার কবলে চলে যায়। দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

চিফ দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, বুধবার ভোররাত ২.১০ মিনিট নাগাদ সাহিবাবাদ দমকল দফতরে জানানো হয়, ভোপুরার কাছে বাতিল সামগ্রীর গুদামে আগুন লেগেছে। কাঠ ও বাতিল সামগ্রী থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দমকলকর্মীরা চারদিক থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। আবাসিক এলাকার কাছাকাছি থাকার কারণে, ক্রমাগত পাম্পিং-সহ আগুন যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

বিশালগড় নাড়াউড়া এলাকায় চুরির হাত থেকে রক্ষা পেল এক পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারী : প্রকাশ্য দিবালোকে বিশালগড় নারাউড়া এলাকায় চিনু রানী ভৌমিকের বাড়িতে চুরি করতে এসিছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি টের পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দিন দুপুরে বিশালগড় নারাউড়া এলাকায় চিনু রানী ভৌমিকের একাকিত্বের সুযোগ পেয়ে চোরের দল সুপারি গাছ বেয়ে ছাঁদের উপর দিয়ে এসে শাপল দিয়ে দরজার তালা ভেঙে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। এমন সময় বাড়ির পাশে থাকা অন্যান্য লোকেরা বিকট শব্দ পেয়ে চিৎকার শুরু করতেই চুলের দল পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে বাড়ির লোকজন খবর যায় বিশালগড় থানায়।
দিন দুপুরে এই সমস্ত ঘটনার জন্য এলাকারই নেশাগ্রস্ত কিছু যুবক জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। নেশার টাকা জোগাড় করতেই নাকি দিনের আলোতে নেশাগ্রস্ত যুবকরা এরকম ঘটনা প্রতিনিয়তই এলাকায় সংঘটিত করছে। তবে পার্শবর্তী লোকেদের কারণে অল্পেতে রক্ষা পেল চিনু রানী ভৌমিক সহ তার পরিবার।

লখনউয়ের পিজিআই-তে চলছিল চিকিৎসা আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস প্রয়াত

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস প্রয়াত। বুধবার লখনউয়ের পিজিআই-তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর এক শিষ্য প্রদীপ দাস। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রদীপ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার অযোধ্যার সরযূ নদীর ধারে সত্যেন্দ্রর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আপাতত তাঁর মরদেহ লখনউ থেকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গত রবিবার থেকে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন সত্যেন্দ্র।বুধবার ভোরে হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয়, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। হাসপাতালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সত্যেন্দ্র ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ সময় ধরে রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব সামলেছেন সত্যেন্দ্র। এই বছর ‘রামলালার’ প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, “রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাসের মৃত্যু একটি অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি।”

কুমারঘাটে রাস্তার বেহাল দশা, ক্ষুব্ধ নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারী : কুমারঘাটের রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে, যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে চালকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন। অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার দাবিতে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ নাগরিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে কুমারঘাটের তিনটি সান যেমন নিদেবি এলাকা, কুমারঘাট রামকৃষ্ণ চৌমুনী, এবং কুমারঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে রাস্তার বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তা ভেঙ্গে বড় বড় গর্ত হওয়ার কারণে যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে চালকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন। তাছাড়া, পথচারী, বাজারে নিত্যযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী,এবং বিভিন্ন রোগীরাও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার জানানো হয়েছিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। তাই আজ এ ব্যাপারে স্থানীয়দের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে রাস্তাটি পুনরায় মেরামতি করে দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

মানসিকতা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেটা গুরুত্বপূর্ণ : দীপিকা পাড়ুকোন

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বোর্ড পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় দীপিকা বলেছেন, মানসিক চাপ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটি জীবনের একটি অংশ। আমরা কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করবো, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরীক্ষা এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কেবল তাই করতে পারি যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমরা ভাল ঘুমাতে পারি, ভালভাবে হাইড্রেট করতে পারি, ব্যায়াম করতে পারি এবং ধ্যান করতে পারি।' বুধবার পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় দীপিকা বলেছেন, 'আমি খুব দুষ্টু শিশু ছিলাম। আমি সবসময়ই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্য্যকলাপে আগ্রহী ছিলাম। আমি ফ্যাশন, নাচ এবং খেলার দিনের জন্য খুব উদগ্রীব থাকতাম... আমি ভাগ্যবান যে আমার বাবা-মা ভালো নম্বরের জন্য আমাকে চাপ দেননি। আমি অভিভাবকদের বলতে চাই, নিজেদের সন্তানের সম্ভাবনাকে চিনতে হবে।'

কনকনে ঠান্ডা উধাও উপত্যকায় তুষারপাতের পর সেজে উঠল ডোডা

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই কনকনে ঠান্ডা উধাও কাশ্মীর উপত্যকায়। বুধবারও শ্রীনগর-সহ ভূস্বর্গের বিভিন্ন স্থানে ঊর্ধ্বমুখী থাকল নূন্যতম তাপমাত্রা। শ্রীনগরে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে আগামী কিছু দিনের মধ্যে তুষারপাত প্রত্যাশিত। বুধবারই নতুন করে তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায়, ডোডা জেলার ভালেসায় তুষারপাতের পর পাহাড় সেজে উঠেছে অপরূপ সৌন্দর্য্যে।উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুল্লা জেলার উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলাও তুষারপাত হতে পারে। উত্তর কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানেও হালকা বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। উত্তর কাশ্মীর ছাড়া কাশ্মীরের সমতল ভূমিতে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়।

১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এই অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে উপত্যকার উঁচু অঞ্চলে। ওই সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত, এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়। আবহাওয়া মূলত মনোরম থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধু আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছে : খাড়গে

কালাবুরাগি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আমেরিকা থেকে অভিবাসী ভারতীয়দের নির্বাসন প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধু আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছে। বুধবার সকালে কর্ণাটকের কালাবুরাগিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখানে (আমেরিকা) গিয়েছেন, তিনি এটি নিয়ে কথা বলবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার বলছেন, তিনি যে কোনও সমাধান করতে পারেন, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু। মানুষ আসে এবং যায় কিন্তু একটি দেশ স্থায়ী হয়..দেশের পক্ষে চিন্তা না করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলতে থাকেন যে ট্রাম্প তাঁর বন্ধু।

খাড়গে আরও বলেছেন, 'ট্রাম্প যদি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা শোনেন, তাহলে তাঁরা কেন আমাদের লোকদের নির্বাসন দিচ্ছেন? তাঁদের নিয়মিত যাত্রীবাহী ফ্লাইটে পাঠানোর পরিবর্তে, কেন তাঁদের পণ্যবাহী ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছিল... এর মানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধু আমাদের লোকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছে। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আমরা আমাদের ফ্লাইট পাঠাতে পারতাম।'

আজ থেকে শুরু হচ্ছে ইন্দ্রনগরে এইচএফটি লিভার ক্লিনিক

আগরতলা ১২ ফেব্রুয়ারি।। সমগ্র দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যেও লিভারের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরায় শিরা পথে ড্রাগ গ্রহনের প্রবনতা বৃদ্ধির কারণে হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমণ উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। হেপাটাইটিস ভাইরাস সংক্রমণ ছাড়াও, ননঅ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, লিভার রোগে আক্রান্তদের একাংশ অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার শিকার হচ্ছেন। এরফলে রোগ-জটিলতা আরও বাড়ছে। তাই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা পরিষেবা সহজ লভ্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যের লিভার-রোগীদের সচেতনতা মূলক তথ্য এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা পরিচালিত ”লিভার ক্লিনিক” আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৩ টায় শুরু হবে লিভার ক্লিনিক। এই ক্লিনিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করবেন। প্যাথলজি এবং রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি শহরের প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক এবং ল্যাব থেকে ভর্তুকি মূল্যে করানোর ব্যবস্থা থাকবে। লিভারের ফাইব্রো স্কেন সহ লিভারের কিছু টেস্ট ফ্রি করানোর সুবিধাও থাকবে। সেই সাথে ভর্তুকি মূল্যে ওষুধেরও ব্যবস্থা করা হবে। হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি সহ লিভারের যে কোনো রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে এই লিভার ক্লিনিকে। প্রসঙ্গতঃ হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের লিভার ক্লিনিক কোভিড কালে বন্ধ করা হয়েছিলো। ফাউন্ডেশনের ইন্দ্রনগরস্থিত কেন্দ্রীয় অফিসে পুনরায় প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৩ টা থেকে লিভার ক্লিনিক চালু করা হবে।

ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু”দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas